শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র সবে জিজ্ঞাসিল।
কি হেতু এমন শব্দ সভাতে হইল॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন অপার।
কুরুবংশে ভাগ্য মম এমত কুমার॥
ধন্য কুন্তী এই পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশঃ সভাতে পূরিল॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তন যুগে স্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন॥
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগণ মণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িয়া বরুণবাণ কুন্তীর নন্দন।
মারিলেন অগ্নি পরে বরিষে জীবন॥
বায়ু অস্ত্র করিলেন ঝড় বরিষণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু অস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র করি হইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি যেন করেন সত্বরে॥
নানা বিদ্যা প্রকাশ করেন ধনঞ্জয়।
ধন্য২ করি শব্দ হৈল সভাময়॥
নিবর্ত্তিয়া সর্ব্ব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বাদ্যের নিস্বন॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু অগ্রে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

রঙ্গভূমি স্থলে কর্ণের আগমন।

পয়ার।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ করিল পয়ান॥
কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণে পরশে দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচ আবরিল কলেবর॥
দুই দিগে দুই তূণ বামে ধরে ধনুঃ।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া প্রায় ভাবে লোক মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিম্বা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সবার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণবদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত মন॥
বিরস-বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন বিদ্যা জানহ সবার অগ্রে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর সুচারু সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোক অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসিছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য২ বীর তুমি ছিলা কোন দেশে।
এথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতি মধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে দাস আমি হইনু তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত শরীর॥

অর্জ্জুন বলিল তোরে কে ডাকিল হেথা।
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহূত করি দ্বন্দ্ব আসিল সভায়।
ইহার উচিত ফল পাবি রে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আসিয়া আপনি খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি হয় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্রধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীনলোক প্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রেং দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী॥
মমসনে রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কটি তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘুর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥
এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠ চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
অগ্র হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইয়া কুরু শত সহোদর॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষলক্ষ।
কেহ শ্বশুরের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ।
পুত্র স্নেহে গণ গণ আগত সুরবর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণ ভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
স্বপুত্রের বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘনং মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোকে শুনে কহে কুন্তীরে চাহিয়া॥
এক অর্থে বীর হয় পৃথিবীর নন্দন।
কুরু মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন বংশে কাহার নন্দন॥
জ্ঞাত হৈল দোঁহাকার করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন॥
নাহি অভিমান মম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধনয়॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেট মুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন॥
নাদিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল॥
নৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন॥
সহজ বংশজ আর লোকে যারে পুজে।
সবা হৈতে যেই জন বীর্য্যবন্ত তেজে॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেন রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন॥
অঙ্গ দেশে কর্ণ আজি হবে নৃপবর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীরে কনক আসনে॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতন মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত॥
কনক অঙ্গুলি সবে ফেলিল মিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্ময় হইয়া॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন॥
দিলা অঙ্গ দেশেতে আমায় অধিকার।
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিত।
এই মত বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিত॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোহে করে আলিঙ্গন॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোক মুখে শুনে পুত্র হৈল নরপতি॥
অধিক বয়স সেই চলে যষ্টি করে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তেব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুটি॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে॥
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সুতের নন্দন।
এতক্ষণে নাহি জানি এত বিবরণ॥

অর্জ্জুন সহিত রণে হয় শক্তিবন্ত।
এখন সে জানিলাম তব আদি অন্ত ॥
সভাতে সম্ভ্রমে কার্য্য কর জাতি মত।
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালা গিয়া রথ ॥
আরে নরাধম তোর কি বড় যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা ॥
যজ্ঞের নিকটে হবি শুনী কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায় ॥
ভীম মুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর ॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্র হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন ॥
সখা করিলাম কর্ণ সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য তোর বৃকোদর ॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রিমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরের নদীর অন্ত পায় কোনজন ॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥
দধীচির হাড়েতে বজ্র হৈল জন্ম।
দৈত্যের মনুষ্য দলে করে শূর কর্ম্ম ॥
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ বলে কৃত্তিকার।
কেহ বলে শিব হৈতে পুজ্য সবাকার ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি।
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ অপ্সরী পুত্র কেবা নাহি জানে ॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার অগ্রেতে।
কর্ণেরে কিমত বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতী মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে ॥
সকুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে ॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈতে অঙ্গদেশ কোন ছার ॥
কর্ণ বাহুবলে সবে করিবেক পূজা।
অনুগত হইবে আমার সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ ॥

অস্ত গেল দিনকর রজনী প্রবেশে।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশে ॥
কর্ণ হস্তে ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
যে গ্রাম চলিল ভাই এক শত জন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলেন নিজ স্থান।
অগ্রে পাছে পরিবার করিল পয়ান ॥
হরষিতা কুন্তীদেবী জ নিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা যাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

দ্রোণাচার্য্যে দক্ষিণা প্রার্থনা।

কত দিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীরনন্দন।
পূর্ব্বসত্য কৈলা না করিতে অধ্যয়ন ॥
যে মতে পরহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণে সাজিতে বলিল ততক্ষণ ॥
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ২ বলি ধ্বনি হইল তুমুল ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয় ॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইহ কোনং জন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পঞ্চালনগর ॥
দ্রুপদ পাইয়া অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ॥

দ্রুপদ চিন্তিত চিত্ত না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন প্রয়োজন॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যুগকর॥
কহ কুরুবর আইলা কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥
রাজার মন্দির চল লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা॥
অর্জ্জুনে বলেন সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাহ এই সংবাদ আমার॥
অতিথির মত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমায় আজি যুদ্ধ দেহ তুমি॥
সসৈন্য সাজিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পঞ্চালে॥
কহিলেন মন্ত্রি গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর॥
ক্ষত্র হয়ে হেন বাক্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বাহির তখনে॥
অশ্ব গজ রথ তার না যায় গণনে।
সসৈন্য বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয়॥
অস্ত্র বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পুরিয়া টঙ্কারিল ধনুগুণ॥
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন নব জলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন সৈন্যের উপর॥
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী॥
পলায় তুরঙ্গ কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায় হাত কাটা গেল যার॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য বলে হৈল সমাধান॥
যত সৈন্য লইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহ দ্রুপদ।
আমার নিকটে তোর নাহিক আপদ॥
প্রাণে ভয় পায়ে যদি ভঙ্গ দেও রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় খণ্ডনে॥
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জ্জুনে॥

মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুগুণ॥
ধনু কাটা গেল রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহার দুই হাতে॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন॥
চতুরঙ্গ দলে আইলে কৌরব ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থি রথের উপর॥
দুর্য্যোধন বলে পার্থ নহিল শোভন।
গুরু আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন॥
এত বলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্ত পদ দ্রুপদের করিল বন্ধন॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমতে উত্তরিল দ্রোণ বরাবরি॥
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে॥
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে।
হেদেরে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা।
কোথা তোর প্রজাগণ নবখণ্ড ছাড়া॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বালক সখা চিত্তে উপরোধ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলে দিতে একটি ভোজন॥
এক্ষণে সমান হইলাম দুই জন।
এবে সখা বলিবে কি আমায় রাজন॥
বাল্যকালে করিয়াছিলেন অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে তোমা অর্দ্ধ অধিকার॥
পালিলে নারিলে তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন॥
তুমি না পালিলা আমি চাহি পালিবারে।
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার॥
অর্দ্ধেক রাজ্য এই দোহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও যত্নবান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগত ভিতর॥
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা আমি হইনু তোমার॥
দান করিলেন তবে ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন॥

সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মানে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে॥
মাকন্দীনগরে বৈসে ভাগীরথী তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে॥
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরুদল আদি শিষ্য যাহার সহায়॥
বলেতে নহিব শক্ত দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ ভূপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিমন্ত্রণ॥
দ্বিজ বাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এই ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায়॥
অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোণ হৈলেন ঈশ্বর॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল বীর॥
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ॥
যুধিষ্ঠির সৌভাগ্যেতে সবে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র যশঃ॥
ভীম অর্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়ে॥
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়ে॥
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম।
বহুরাজ সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ন নিধি॥
কুরুকুলে ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই আয়ত্ত করিল॥
নানা রত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনানগর।
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর॥
সহদেব হৈল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞ হইল দেব গুরু আরাধনে॥
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণ ধীর।
কৌরব কুমার মধ্যে দুর্জ্জয় শরীর॥

পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্যং বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ॥
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব সূর্য্যেতে হেন তারা আচ্ছাদন॥
দিনেং বাড়ে তেজঃ শুক্লপক্ষ শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি॥
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশঃ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে॥
মম পুত্রগণ গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশঃ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন॥
কুরুবংশ বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে॥
দিবা নিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণা বলে খণ্ডিবে যে দুঃখ॥
পাণ্ডবের যশঃ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর॥
আমার বচন যদি রাখ নরবর।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে বিজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কর বিচার।
সত্য দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কণিক বলিল রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত॥
কার্য্য না থাকিলে তব সাধিবেক দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড॥
আত্ম ছিদ্র লুকাইয়া পরম যতনে।
পরছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেন হয় কুম্ম॥
দুর্জ্জন দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইতে তবু না রাখিব বৈরী॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু জল একই সমান॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয়॥

সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মারি ভূমে আছাড়িয়া॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল।
একদিন বনে চরে একটি হরিণ।
অতিশয় মাংস তার আছয়ে প্রবীণ॥
শৃগাল দেখিয়া বনে মৃগের ঈশ্বরে।
কহিলেন সিংহ তারে নারে ধরিবারে॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার॥
শ্রান্ত আছে হরিণ শুইবে কোন স্থান।
ধীরে মূষা তথা তুমি করহ প্রয়াণ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ॥
সুড়ঙ্গ ফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিয়া পদের শির করিবা উপায়॥
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যে বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ॥
কাটা গেল পদশির মূষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখে সিংহ ধরিল তখনে॥
হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান॥
আমি বুদ্ধিবলে মৃগে করিলাম হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খাইলে মাংস আমি পাব কত
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিলে পাছে যে হয় সে হয়॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংসশ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন।
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষের নিমিষে॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেট মুখে॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি আইস মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল কহিছে সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে অন্মিল বড ব্যথা॥
যখন আপনি গেলে স্নান করিবারে।
কুবচন বলে যে কহিতে আপনারে॥
মহাবলী সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিতে ভক্ষণ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোনজন।
কোন ছার মূষা হেন বলিবে বচন॥
না খাইব মাংস আমি যাইব আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা॥
দৈবে তোমাতে ক্রোধ হইয়াছে তার।
নাহি জানি কে কহিল কিবা সমাচার॥
এখনি গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তায়।
কুপিয়াছে পাছে না বুঝিয়া অভিপ্রায়॥
এথায় থাকিলে তবে দেখি যে প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কাজ বিবাদ।
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে॥
মূষিক দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন।
সখা হেন নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি॥
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার তাহে হৈল তার সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুই জন।
সর্পে না দেখিলাম মাংস করিতে ভক্ষণ॥

পঞ্চজন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইলে ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খাইতে নকুল বলিল॥
দুই জন মেলি গেল তোমা খুজিবারে।
এথা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মুষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোমার শক্তি থাকে যদি আসি কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনমতে চারি বুদ্ধি চারিজনে কৈল।
বুদ্ধে সবা জিনি মৃগ আপনি খাইল॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে।
লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে॥
শত্রুর পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষেরে মারিবে॥
জানিবেক শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব॥
শত্রুর পালন করি করিয়া বিশ্বাস।
খচরী জন্মিলে যেন গর্ব্ভের বিনাশ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায়॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নরবর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র॥

পাণ্ডবদিগের বারণাবত গমন।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন।
স্থানেস্থ বিচার করয়ে প্রজাগণ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য কিঙ্কর॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সব থাকে সুখে।
রাজার নন্দন রাজা সম্ভবে তাহাকে॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বিনয়ন॥
পূর্ব্বেতে ছিলেন রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধি এই আছে রাজপুত্র রাজা হয়॥
বিশেষে রাজার যোগ্য পাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর॥
চলহ যাইয়া প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক॥
হাট বাট নগরে চাতরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর।
দেখিল জনকে বসিয়াছে একেশ্বর॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধান কর রাজা বলে প্রজাগণ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজ্য ভোগ নয়।
যুধিষ্ঠির রাজা কর সে রাজতনয়॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন॥
তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজা।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা॥
অকারণে জন্মে যেই পর ভাগ্যজীবী।
অকারণে আমারোধরিল এ পৃথিবী॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন॥
কি করিব কি হইবে চিন্তে মনে মন।
হেনকালে আইল তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে তথা অন্ধরাজ প্রতি॥
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর হয়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায়॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে আত্মকানন্দন।
কি মতে বাহির করি পাণ্ডু পুত্রগণ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা॥
নামি মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায়॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে ছিল অনুক্ষণ।
ভাই হয়ে কার ভাই নহিবে এমন॥

তাহার অধিক হৈল তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ॥
দেব প্রায় আমারে সেবেন যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির॥
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কোন শক্তি হয় বলাৎকার করিবরে॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন॥
সেবক গণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম করহ আমার॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাউক যুধিষ্ঠির॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এ স্থানে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন যে করিলা বিচার।
নিরবধি এই চিন্তে আছয়ে আমার॥
পাপ কর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে ডরে ডরি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
একথা না স্বীকার করিবে কদাচিত॥
এ চারি জনার যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্য সিদ্ধ হইবেক কেমন প্রকার॥
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন॥
অশ্বত্থামা গুরু পুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে॥
ভুমিত চিন্তহ পিতা ইহার উপায়।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
কেমনে উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানা রত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রীগণ ঘর॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমেং বশ করে সব মন্ত্রীগণ॥
শিক্ষাইল মন্ত্রীগণে কপট করিয়া॥
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া॥
অনুব্রত কহে সবে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে॥
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে॥
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রীগণ বসি॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি।
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা॥
হেনমতে মন্ত্রীগণ বলিল বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্র ঘর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত বচন॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ যত পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
যথাসুখে বিহরহ বারণানগর॥
ধন রত্ন সঙ্গে লহ যেই মনে লয়।
কতদিন বঞ্চিয়া আইসহ নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারে বার।
স্বীকার করেন রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখন যাইতে বলে সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তার আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥
যাইব বারণাবত করি অঙ্গিকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রীগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর॥
জাতিতে যবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আসিয়া তারে কহে মৃদুভাষ॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেই ডাকি হে তোমারে॥

তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্য জন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবত পাণ্ডু পুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবে তথায়॥
খচর সংযোগ রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করহ গমন॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নি গৃহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয়॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাতে পুরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিবা তাহাতে॥
মধ্যে দিবা বাঁশ তাহে ঘৃতে পূর্ণ করি।
যেইমতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি॥
এমত রচিবা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিবা লোক মনোহরে॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবা অস্ত্র ঘর।
মন্ত্র বিচারিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর॥
জৌগৃহ হৈতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্র বাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিগে তবে খুদিবা গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবা সে আলয়।
একত্র থাকিবা তবে সমস্ত সময়॥
ত্বরিতে চলিয়া যাহ নাকর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পায়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন গমন॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিয়া নিয়োজিল নিশাচর॥
যেমত করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন॥
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে নারীগণ যত॥
একে একে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়॥
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু করিয়া গঞ্জন॥
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সেকারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি॥
সত্য বুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডু পুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হেন ছার নগরে রহিতে নাযুয়ায়।
যথা যাবে যুধিষ্ঠির যাইব তথায়॥
ধৃতরাষ্ট্র করেন করুণ দুরাচার।
কেমনে করেন ইহা গঙ্গার কুমার॥
তারাসবে সহিবেক'সবে দুষ্টচিত।
আমা সবা না সহিব যাইব নিশ্চিত॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
পুত্র দারা পরিবার লইয়া সংহতি॥
অগ্রসরী বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ম্লেচ্ছ ভাষাচারে॥
বারণাবতেরে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডর॥
স্বরদানি কণ্টক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সব বপু॥
এতবলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন॥
নয়নের নীর ঝরে ভাসে গদগদে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদে॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
অগ্রসরী নিল যত নগরের নর॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ ব্যবহার॥
করপুট করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
এথায় রহিলা কেন চল নিজ গৃহে॥
পূর্ব্ব হৈতে আছে এথা পুরীর নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্যস্থল রাজযোগ্য স্থান॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশন ঘর॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
তবে কতক্ষণ পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন তখন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখিলহ বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস নাহয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু ঘৃতের নির্ম্মাণ।
বৃকোদর বিশ্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌঘৃত সরিষা তৈল গন্ধ পাই ঘরে॥

প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবন ভাবে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এঘরে।
অচেতন হইব সকল নিদ্রাভরে॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন এমহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিত্তে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হ'তে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্দ্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানি যে ইহা কেহ না বলিব॥
পঞ্চ ভাই একত্র নাহব কোন স্থলে।
এথা হৈতে পলাইব কতদিন গেলে॥
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন॥
সবজ্ঞাত হব ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয় জনে॥
হেথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচ পাণ্ডবের প্রতি॥
কিমতে বাহির হবে জোগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জ্ঞানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম পাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে২ কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমারে তব কাছে।
তুমি খনিবার বিদ্যা যে আমায় আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাক নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবে বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছ ভাষা কহিল তোমারে॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া যে করেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস॥
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁহ পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য আজি জানা গেল॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
অবধান দেখ দুষ্ট কৌরব চরিত॥
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের লিখনি করি গৃহ চতুর্ভিত॥
করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণী বলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এই রূপে পাড়য়াছে বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম॥
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুর বচন।
চতুর্দ্দশী রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ॥
একথায় তথায় রহিল পঞ্চজন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥
বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস॥
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে আনিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব পঞ্চজন॥
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তিহ এখন॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল॥

কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়ে কোথায় ভ্রমিবা বনে বনে ॥
ভালমতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহু ধন ॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ ॥
পঞ্চ পুত্র সহ এক নিষাদগৃহিণী।
অন্ন হেতু আইল যথা কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায় ॥
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুখে নিষাদ বনিতা ॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল ॥

জতুগৃহ দাহ।

পরিবার সহ নিদ্রা যায় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন ॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ ॥
বৃকোদর পুরোচন দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল ॥
অন্য গৃহে জতুগৃহে দিয়া হুতাশন।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল পবননন্দন ॥
মাতৃসহ পঞ্চভাই অতি শীঘ্র চলে।
এথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে ॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসীগণ।
জল লৈয়া চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন ॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক করে হাহাকার ॥
জৌঘৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
জতুগৃহ বলিয়া লোকেতে জ্ঞান পায় ॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব গুণনিধি ॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাগ্যবন্ত বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন ॥
নির্দ্দোষি জনের হিংসা করে যেইজন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ ॥

এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক ॥
জননী সহিত এথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ॥
রাজার কুমার সব রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি ॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর ॥
কত দূরে গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চ জন ॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
আর স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোহা করি ॥
বায়ু বেগে যান ভীম সহ পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশিযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর ॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তা কেমনে হব পার ॥
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর ॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী ॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর ॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার ॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে ॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ ॥
যখন আইস সবে বারণা নগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমারে যে কহিল উত্তর ॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে ॥
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে ॥
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে ॥
তাহার বচন শুনে বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহণ কৈল ॥
চালাইয়া নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে ॥

বিদুর বলেন এই করুণ বচন।
এথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন ॥
কতকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণে ॥
এই কথা কহিতে হইয়া গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার ॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন ॥
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম পার।
তোমা হইতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর।
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন ॥
এতবলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী ॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা ধীবর গমন ॥
এস্থানে প্রভাত হৈল নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক ॥
জল দিয়া নিবাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উটকিয়া সবে নিরখে সকল ॥
দ্বার মধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল কতক অস্ত্রধারী।
প্রত্যেকে ভস্ম দেখিল বিচারি ॥
জতুগৃহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনল দগ্ধ আছে ছয় জন ॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্ব লোক করয়ে ক্রন্দন ॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন ॥
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেহ ইহা জানে।
প্রকট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে ॥
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলো না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয় ॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি ॥
জতুগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোনজন ॥
পুত্র সহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হৈল পুরোজন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন ॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব ওরে নকুল দুর্জ্জয় ॥
আজি জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক না ছিল এ সবার কারণ ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত ছিল নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর ॥
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া ॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কোঙর ॥
হাহা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন ধেনু দান ॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভোগি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্ব অরণ্যেতে করিলেন প্রবেশ ॥
পথশ্রম আর এত ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত ॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি রহে কলেবর ॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন ॥
না জানি করিল কিবা জীয়ে পুরোচন।
দুষ্ট দুরাচারে পাছে কহে কোনজন।
এই সমাচার পাছে জানে পুরোচন ॥
তবেত সাজিয়া দল আসিবে এথায়।
কি করিব তবে পুনঃ কহত উপায় ॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এই স্থানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে ॥
অন্য সর্ব্বজনকে রাখিয়া বটমূলে।
জল অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থলে ॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে।
শব্দ অনুসারে গেল জল আনিবারে ॥

জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান॥
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ আইল পবননন্দন॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন॥
বসুদেব ভগিনী যে কুন্তীর নন্দিনী।
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর গৃহিণী॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যার তাহার উপর॥
হেন মাথা গড়াগড়ি যায় ধরাতলে।
হরি২ বিধি হেন লিখিল কপালে॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় সে বীর॥
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোনজন।
হেন ভাই কৈলে হায় ধরাতে শয়ন॥
সুন্দর নকুল সহদেব পূর্ণ কাম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিবন্ত সর্ব্ব গুণধাম॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্ট বুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে॥
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষের বাতে রক্ষা পায়॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি বৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র হেন দুষ্ট করিল অনীতি॥
ধর্ম্মের না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
পুণ্যবল নাহি দুষ্ট জীয়ে দেববলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল কোনকালে॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
নতুবা গদার বাড়ী লোটায় শরীর॥
কোন মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠীরে করে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সব কার॥
কোন কর্ম্মে অশক্ত আমরা আছি সবে।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরবে॥

কহিতে২ ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে॥
জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষ মূলে।
চারিভাই মাতা নিদ্রা জায়েন বিহ্বলে॥
হেনকালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর॥
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘ কর্ণ রক্ত বর্ণ চক্ষু কূপ গৃহ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি বাঙ্গ শিরা বৃক্ষতল।
সেই কাল ছিল ভাল মহীর উপর॥
পেয়ে গন্ধ হয় অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখ শোভা জলকহ প্রায়॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে॥
চিরদিন ভক্ষ্য হীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগ্রে আইল মানুষে॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মম স্থানে আনহ ত্বরিত॥
নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন জন বিরোধিবে কৃতী॥
ভ্রাতৃকথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবের নিকটে হিড়িম্বার আগমন।

নিশাচরী দূরে থাকি, বীর বৃকোদর দেখি,
শরীর নেহালে ঘনে ঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া, যেন শালদ্রুমকোড়া,
শশিমুখ পঙ্কজ নয়ন॥
সিংহের বিক্রম ধর, ভুজযুগ করিকর,
কম্বু কণ্ঠ খগবর নাশা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে, মাতিল অনঙ্গবাণে;
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা॥
এমন সুন্দর রূপ, নাহি দেখি অপরূপ;
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মম ভাগ্যহেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামি আমি করিব ইহারে॥
ভাই মোর দুরাচারী, এ হেন পুরুষ মারি;
মাংস খাইবেক মনসুখে।

ইহারে রাখিব আমি, বরিয়া করিব স্বামী,
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে॥
এতেক কামনা করি, কামরূপা নিশাচরি,
দিব্যরূপা হইল কামিনি।
পূর্ণচন্দ্র মুখ খানি, নয়ন কুরঙ্গ জিনি,
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী॥
কামের কার্ম্মুক ভুরু, তিল ফুল নাসা চারু,
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করিকর যুগ্ম উরু, সুন্দর কদলী তরু;
মত্তবর মাতঙ্গ চলনি॥
চম্পক কুসুম আভা, অঙ্গের বরণ শোভা,
কটাক্ষে মোহিত মুনিগণ।
আসিয়া ভীমের পাশে, সলজ্জিত মৃদুভাষে,
কহে যেন কোকিল ভ্রমণ॥
কহ তুমি কোন জন, কোথা হৈতে আগমন;
কি হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মূর্ত্তি প্রায়, ধরাতলে নিদ্রা যায়;
কেবা হয় এই চারি জন॥
নিদ্রা যায় নিরুপমা, সুবদনী ঘনশ্যামা;
এ বামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস আলয়॥
তিলেক নাহিক ডর, যেন আপনারঘর;
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন অধিকারি, পাপ আত্মা দুরাচারি;
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস॥
হয় সে আমার ভ্রাতা; মোরে পাঠাইল এথা;
তোমা সবা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদি জনবৈরী; মাংসলোভি পাপকারি
ইচ্ছা করে তোমারে খাইতে॥
দেখিয়া তোমার রঙ্গ; দহিছে অনঙ্গ অঙ্গ;
স্বামি করি বরিনু তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, বুঝি কার্য্য করস্বামী,
সাবধান হও রাক্ষসেরে॥
আজ্ঞা কর এইক্ষণে, লৈয়াযাই অন্য স্থানে,
পর্ব্বত কন্দর অন্য বনে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি, মেঘের নিনাদ বাণী,
বৃকোদর কহে তত্ক্ষণে॥
দেখি তোরে সুলক্ষণি, কহিলি আনিতি বাণি,
এই কথা না সম্ভাব লোকে।
কেন হেন দুরাচারি, ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি,
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে॥
সবারে রাক্ষস মুখে; দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্য স্থান।
কহিতে এমন কায; মুখে তোর না হি লাজ;
কামানলে হইলি অজ্ঞান॥
এত শুনি নিশাচরি, কহে যোড় কর করি,
মৃদুং মধুর বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে তোমার প্রিয় হয়,
প্রাণপণে করিব এক্ষণে॥
বড় দুষ্ট মম ভ্রাতা; এখনি আসিবে এথা,
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে, মম পৃষ্ঠে আরোহণে,
লইয়া যাইব অন্য ঠাঞি॥
ভীম বলে ভ্রাতৃ মায়, সুখ সুয়ে নিদ্রা যায়,
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন ছার কেবা ভয় করে তার;
আমি তারে না করি গণন॥
কোন কীট সে বিপক্ষ; দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
নাহি সহে মম পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি, আমার যুগলপাণি,
দেখিয়া করয়ে ভয় যম॥
যাহ বা থাকহ হেথা, মনে লয় সেই কথা,
কর চিত্তে যেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া, ভায়ে দেহ পাঠাইয়া,
কি করিবে আসি মম পাশ॥
ভীম হিড়িম্বাতে কথা, বিলম্ব দেখিয়া তথা,
হিড়িম্ব হইল ক্রোধ মন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যুগান্তের সহবর্ত্তী;
আইসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন॥
দেখি মহা প্রিয়ঙ্করী, স্তব্ধ হৈয়া নিশাচরী;
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হের দেখ মম ভাই, যেন ঘোর মহাবাই,
আইসে দুরন্তক্রোধ ভরে॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরাতর, খাইল অনেক নর;
দেখিয়াছি আমি বিদ্যমান।
বিলম্ব না কর তুমি, বিশেষ রাক্ষস তুমি,
মায়াবী অধিক বলবান॥
বিলম্ব না কর প্রভু, আজ্ঞা মোরে দেহ তবু
পৃষ্ঠ করি লইয়া সবারে।
উড়িব পবনভরে, যথা বল তথাকারে,
লৈয়া যাব নিমিষ ভিতরে॥
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র, হিড়িম্বারে দেখিয়াব্যগ্র
হাসি বলে মরুত নন্দন।

স্থির হও সুবদনি, কি ভয় করলো ধনি;
বসি দেখ কৌতুক এখন ॥
আসুক তোমার ভাই, মুহূর্ত্তেকে মম ঠাঁই,
প্রাণ দিবে পতঙ্গ সমান।
এইমাত্র হবে তোকে, মজিবি ভ্রাতার শোকে
ইহা বই নাহি দেখি আন ॥
ভারত সঙ্গীত রস, শ্রবণেতে পুণ্য যশঃ
শুভাশুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষ নাশ, বিরচিল কাশীদাস,
আদিপর্ব্বে পাণ্ডব চরিত্র ॥

হিড়ম্ব রাক্ষস বধ।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বাম দিকে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তা হার তার গলে ॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ বিদ্যাধরী নোহে নবীন যৌবন ॥
প্রিয়ভাবে যেমন দম্পতী কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয় ॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥
ধিক তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনি
মানুষ স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী ॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ।
এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করি ছারখার ॥
এত বলি যায় হিড়ম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥
ভীম বলে রাক্ষসারে তোর লাজ নাই।
ভগীনিকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই।
তুই পাঠাইলি তেঞি আইল এথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায়।
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মম বিদ্যমানে দুষ্ট বলিলি দুর্ভাষা ॥
মরিবারে চাহরে করিলি অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিহ্বল।
নিদ্রা ভঙ্গ হইবেক না করিস গোল ॥
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে ॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাতে ধরে।
একটানে ফেলে অষ্ট ধনুক অন্তরে ॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আকাড়ি ॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর ॥
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগ ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইল কত দূরে ॥
দুইজনে টানাটানি ধরি ভুজেং।
শুণ্ডে টানাটানি যেন করে গজেং ॥
দুই মেঘ যেন মুণ্ডেং তাড়াতাড়ি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি ॥
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিস্বন যেন করয়ে আহ্লাদ ॥
দোহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কানন বাসী ত্যজিয়া কানন ॥
কানন পুরিল শব্দ দোহার বজ্রনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইলা উঠিল পঞ্চজনে ॥
বসিয়াছে হিড়ম্বা নিন্দিতা বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মৃত হৈল ভোজের কুমারী ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাবে জিজ্ঞাসেন হিড়ম্বার প্রতি ॥
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলা যে হেথা।
অপ্সরি নাগিনী কিবা বনের দেবতা ॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি বাস এই স্থলে ॥
এই বন নিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর ॥
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে ॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিলাম তায় ॥
বিলম্ব দেখিয়া সে আইল মম ভাই।
তোমার পুত্রেরসহ যুঝে দেখ তাই ॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এককে উত্তর।
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্বর ॥
ভীম হিড়িম্বাতে যুদ্ধ নাযায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুইজনা ॥
যুদ্ধ ধূলি ধূসর দোহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥

দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে।
নিশ্বাস পবন ছাড়ে পড়ে বৃক্ষগণে॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় ভাই না হয় এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মেলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবন কুমার॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিয়া বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পক্ষিবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুই খান।
দেখাইল নিয়ে সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠির।
এইত নিকটে গ্রাম আছে নাহি দূর॥
এই সমাচার যদি শুনে কোন জন।
লোক মুখে বার্ত্তা পাবে তবে দুর্য্যোধন॥
সে কারণ ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া এথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥
সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনীবেশে ভণ্ডি সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে॥
সহজে ভ্রাতৃর বৈরী সাধিবারে মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে-কারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতৃর সংহতি।
এত বলি মারিবারে ধায় মহামতি॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন ভীম শুন আর।
অবধ্য স্ত্রী জাতি কেন করিবা সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলে সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার॥
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥
কায়মনোবাক্যে মম সত্য অঙ্গিকার।
তোমা বই গুরু মম গতি নাহি আর॥
তোমারে না ভুলাইব প্রবঞ্চ বচনে।
স্ত্রীলোকের মর্ম্ম পীড়া জানহ আপনে।
কাম বশ হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু॥
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু।
সব ত্যজি মজিলাম তোমার সম্বন্ধে॥
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে।
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে॥
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি গো বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয়॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন॥
সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ॥
চলে যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর।
যথা সুখ কর ক্রীড়া বনের ভিতর॥
পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্যবাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্ট মন।
ভীম লৈয়া হিড়িম্বা চলিল তৎক্ষণ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি॥
যথা মন করে তথা বায় মুহূর্ত্তকে।
বন নদী মহাগিরি ভ্রমণে কৌতুকে॥
নিত্যই অন্য বেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া পরিশ্রম॥
কত দিনে ঋতুযোগে হইল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হৈল উৎপত্তি॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুর সুরে বিপুল শরীর॥

বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন।
ইন্দ্রের একাঘ্নী শক্তির যে হবে ভাজন॥
ঘটোৎকচ মাতৃ সহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি করে দাঁড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
আজ্ঞা কর যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পায়ে মাতা পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
একস্থানে না থাকেন একই রজনী॥
পরিধান বল্ক শোভে শিরে জটাভার।
কোথায় ব্রাহ্মণ কোথা তপস্বী আকার॥
পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান কোথা কেহ নাহি জানে॥
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্যাদিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহু ক্লেশ করিয়া অশেষ॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে পাণ্ডু পুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাস দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল দাণ্ডায়ে অগ্রেতে॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী কহেন বচন॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা আমি সব জানি॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনেবন॥
যত কৈলা অগোচর নাহিক আমায়।
সেকারণে দেখিবারে আইনু হেথায়॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন॥
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্ম বলে বাহুবলে জিনিবে সকল।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডল॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পাইলা বহু ভ্রমিলা কাননে॥
নিকট নগর এই একচক্র নাম।
কত দিন রহি তথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয় জনে।
তাবৎ থাকিবা আমি আসি যতদিনে॥
এত বলি ব্যাস সবে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণ গৃহে দিলেন বসতি॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয় জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

পঞ্চালনগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ গৃহে পাণ্ডু পুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর॥
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে॥
এক দিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
করুণাহৃদয় কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকদরেরে ডাকিয়া॥
এত দিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্তে॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তারে করহ রক্ষণ॥
উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অবশঃ সংসারে॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব এক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায়ত সুরভী॥
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করিয়া গমন।
দেখেন ব্যাকুল হৈয়া কান্দিছে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কাতর হৈয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা মাতা স্নেহে তুমি লাঙ্গিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন॥

কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিবা না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্ম পত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদা সুখ প্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীয়ে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে॥
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশঃ হবে আমার সংসার ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোক করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গে বাস॥
ইহা লয়ে দিব আমি রাক্ষস ভক্ষণে।
ধিক২ আর তবে কি কায জীবনে॥
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এতবলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে আমি তথা যাব॥
তুমি যদি যাও তথা একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুইজনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা বিনে অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে২॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হয়ে।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়ে॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলা সংসার।
কন্যা পুত্র দুই গুটি হৈয়াছে তোমার॥
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে॥
আমা বিনা গৃহস্থালি হবে আরবার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার॥

ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামির সেবা।
স্বামি বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামি দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামির প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর শুন মম নিবেদন॥
রাক্ষসের পাশ যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন ইহা কে খণ্ডিতে পারে॥
দৈবেতে আমার পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সংপ্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে।
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিন জনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমন শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
হাতে এক তৃণ লৈয়া বলে সেই পিছু।
রাক্ষসের ভয় আর না করিহ কিছু॥
রাক্ষসে মারিব এই রাত্রির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥
বালকের বচন শুনিয়া তিন জন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥
ক্রন্দন নিবৃত্তি দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী।
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণ।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচন॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিন জন।
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচন॥

দ্বিজ বলে এই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এইত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয়॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসেরে নির্ভয় করিল এই কর॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকট পুরিয়া।
এক নরবলি সেই আমিষ করিয়া॥
এই কর বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকাল মম প্রতি হয়েছে করার॥
এই রূপে বলি নাহি দেয় যেইজন।
স্বকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে॥
এক ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছে চারিজন।
কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃৎ কুটুম্ব তারে নাহি হেন জন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজনে।
সবে মেলি যাব কর্ম্মে যে থাকে লিখনে॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয় বলে ভোজের নন্দিনী॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
স্বকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস সদন॥
পঞ্চ পুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল ভাল করিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছে আশ্রমে আমার॥
আপনার প্রাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া নিজে রাখি বেদে হেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মা রক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার।
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে আমি সব জানি॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ দুঃখ সহিব কেমনে॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে॥

নিঃশঙ্কে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না করিহ মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদ বিদ্যা বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জন॥
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্র অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজ সঙ্গে করি কুন্তী করিয়া গমন।
ভাগেরে জানাইলেন সব বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম গেল কোথাকারে॥
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশঃ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ রক্ষা পরম পৌরষ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির হয়েন বিরস।
কোন বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
পুত্রের ভিতর পুত্রে কর কি বিশেষে।
সবে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথা স্থানে বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহ রক্ষা পাই সবে॥
স্কন্ধেকরি লৈল সবা হিড়িম্বক বনে।
হিড়িম্ব মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥
গর্ভধারিণীতে ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক নাহি সংসার ভিতরে।
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পাইয়া হতবুদ্ধি হৈলা বনবাসী॥

কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
আমার গোচর যত ভীমের প্রতাপ॥
অযুত হস্তীর বল ধরে কলেবরে।
ভীমে পরাজয় করে নাহিক সংহারে॥
জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছু মাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বধিল বনে হিড়িম্ব সংহারি॥
ভীম পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম বাহুবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে হেই জন।
তার সম পুণ্য বাপু না করি গনন॥
বিশেষে গো বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ॥
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজা রক্ষা দ্বিজ রক্ষা আর যে পৌরব।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস॥
মায়ের প্রতেক নীতি শুনিয়া তখন।
ধর্ম্মেরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পর পুত্র ত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষিত করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে।
রাক্ষস মারিতে ভীম তোমার প্রসাদে॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এসব প্রচার যেন না হয় অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলি সজ্জা করি দ্বিজ দিল তত্ক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্নখান বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকিতে ক্রোধেতে থরহর।
বক বীর আইসে যেন পর্ব্বতে বিদর॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥
অন্নখান বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণ সমান॥
ডাক দিয়া বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস অনীতি॥
স্বকুটুম্ব ব্রাহ্মণ খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধরে অতি রোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন পুরেন বদনে॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধবাহু হেতু ধায় অতি ক্রোধমন।
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খান বীর বসি নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥
তথাপি হ অন্ন খান হাসি বৃকোদর।
বামহাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপাড়িলেন সে ঘোর দরশন॥
বৃক্ষের যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুখে মুখে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
বাম হস্তে দুই জানু দক্ষিণ হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীম বীর॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া করেন দুই খান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ ভ্রাতৃ স্থানে সব কহিলেন গিয়া॥
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোরে॥
রজনী প্রভাতা হৈল উদয় অরুণ।
বাহির হইল যত নগরের জন॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার॥

কেহ বলে এ কর্ম্ম করিল কোন জন।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হইল এক্ষণ॥
পরম দুরন্ত বক সদা হিংসা করে।
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে॥
তবে সবে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণীত।
সবে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সর্ব্ব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক স্থানে গেল মহাশয়॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণের মহাপূজা করি বিচক্ষণ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ আইল আপনার ঘরে।
দেব তুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে॥
হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ॥
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থ ক্ষেত্র না যায় গণন॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পঞ্চাল নগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ কন্যার সংস্বরে॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
অযে নিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তেঁই বিখ্যাত জগতে॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ গুণধাম।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডু পুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ॥
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত॥
অভিমানে গিয়া দ্রোণ হস্তিনানগরে।
অস্ত্র শিক্ষা করাইলেন কৌরব কোঙরে॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরুর আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া॥
অর্দ্ধ রাজ্য নিয়া দ্রোণ হইলেন মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল॥
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে॥
বিনয়ে মধুর ভাবে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পঞ্চাল ঈশ্বর॥
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃ পূর্ণ॥
মম ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয়॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতি মধ্যে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সম যুদ্ধে॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর তার জিনিবে সংগ্রামে॥
ক্ষত্রিয় অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপোমন্ত্রে বলে তার কর প্রতিকার॥
হেন যজ্ঞ কর কর আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন॥
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি নয়।
ব্রাহ্মণের বধকর্ম্ম উচিত না হয়॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্য নিবাসী॥
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন॥
উপযাজ বাক্যে গেল যাজের সদন
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে প্রসিত কুমার॥

বলি সহ শ্রুত আচরিল নরবর।
যজ্ঞে পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কোঙর॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ ধরে মাথায় টোপর॥
সবাহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পঞ্চাল ঈশ্বর॥
তবে সেই যজ্ঞ মধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশ দিক করে মহাদ্যুতি॥
নীলোৎপল আভা অঙ্গে অমর বর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু জ্যোতিঃ পীন ঘনস্তনী॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত॥
পুত্র কন্যা দুই জন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল॥
এ কন্যার জন্ম হৈল তার নিবারণে।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে॥
কুরুবংশে ভয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে॥
এতেক আকাশ বাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয়২ শব্দ হৈল পঞ্চালের গণ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিষাদ॥
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণ বর্ণে কৃষ্ণা নাম পাইল তখনি।
পিতৃনামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজ রাজেশ্বর॥
দ্বিজ মুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার॥
পুত্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি॥
বহু দিন করিলাম এস্থানে বসতি।
একভাবে বহু দিন নাহি শোভে স্থিতি॥
পূর্ব্বমত ভিক্ষা ইথে না দিলে এখন।
বড় দয়াবন্ত শুনি পঞ্চাল রাজন॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ॥
পুত্র সহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার॥
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চ ভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
কাশী কহে ভবার্ণবে শুনে যারে পারে॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলিলেন শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা স্বয়ম্বর॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ কাটিতে নাহি কাহার শকতি॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ সভার ভিতরে।
পঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমারে॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চিরদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডু পুত্রগণ॥
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানা দেশ নদী লঙ্ঘিলেন বন গ্রাম॥
অগ্রে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে॥
কত দিনে উত্তরিলা জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয়॥
যক্ষ রক্ষ ক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন॥
বিশেষ অঙ্গারপর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নান দিবা কিবা রাতি॥
অকাল হইল তাহে কিবা তোরে ভয়।
তোমাতে অশক্ত যে সে তোমারে ডরায়॥
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকনন্দা ভূমে ভাগীরথী॥
পিতৃলোকে বৈতরণী মধ্যে ভোগবতী।
অকাল সুকাল নাহি সদা লোকগতি॥
হেন গঙ্গা স্নান রুদ্ধ করিহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
ধনুটঙ্কারিয়া এড়ে সমর্পয় শর॥
হাতেতে উলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন।
তবে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ॥

ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্রবলেতে করিতে ছিলা গর্ব্ব ॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে ॥
এত বলি এড়িলেক অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময় ॥
পলায় গন্ধর্ব্ব পতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছেহ অর্জ্জুন ধরেন চুল গিয়া ॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয় ॥
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠির পায়ে ধরি বিনয় সে করে ॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আশ্রয় দুঃখ খণ্ডে সবাকার ॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী কর দান ॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া ভূমিপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন ॥
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রতি উচিত যে হয় ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী বিদ্যা আছে মম স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জিনে সর্ব্বজনে ॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্ব বসু চন্দ্র স্থানে সে দিল আমারে ॥
মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে ॥
তাই প্রতি শত অশ্ব দিব আমি যার।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার ॥
পূর্ব্ব ইন্দ্র বৈত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শত খান হৈল ॥
স্থানেহ সেই বজ্র কৈল নিয়োজন।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন ॥
শূদ্রগণ দান করে বজ্র তারে সহি।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি ॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সেকারণে দিব অশ্ব তোমার সহিতে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে নব অস্ত্র না শোভে আমারে ॥

গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি তুমি ত্যজ কি কারণে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিলাম সকল।
ভয় পাইয়া এতেক বিনয় কেন বল ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানিহে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে ॥
তোমার পুরুষক্রমে জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি তিনি খ্যাত ত্রিজগতে ॥
তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিস্ময়।
বিশেষে স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময় ॥
স্ত্রী সহিতে ক্রীড়া অবজ্ঞা যেবা করে।
বলবান নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে ॥
অনাহুত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশির কারণ ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মম শরানলে ॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার তথাকারে যায় ॥
তাহার নাহিক শক্তি হিংসিতে আমায়।
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চ জন।
আমায় জিনিতে শক্ত হৈলা সে কারণ ॥
মম বাক্য তাপত শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে ॥
সহজে পরের হিত সদা হিতকারী।
পরহিত যেই ইন্দ্র স্বর্গ অধিকারী ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি হে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে ॥
তপতী আমার কুন্তী আছেন সংহতি ॥
তাপত্য বলিয়া বল কেবা সে তপতী ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ব বংশ কথা শুন দিয়া মন ॥
সেইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তার সমা নাহি রূপবতী ॥
যৌবন সময়ে তারে দেখি দিবাকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা যোগ্যবর ॥
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন ॥
উপবাস বিনয় করেন চিরকাল।
বয়সে হৈলেন তুষ্ট দেব লোকপাল ॥
সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা ॥

তার রূপ শুনে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যে গাবর॥
তবে কত দিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
একা অশ্ব চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিগ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুত্তলী কিবা কাঞ্চন প্রতিমা॥
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি॥
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি॥
সফল আমার জন্ম বলে নরবর।
হেন রূপ করিলাম চক্ষুর গোচর॥
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে।
সবাকারে নিন্দা রাজা করে নিজ মনে॥
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল।
সবাকার শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল॥
স্থির করি কায় রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্রের পুতলি প্রায় হইল রাজন॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী॥
যুগল অতুল পদ্ম যুগ পদ্ম চারু।
তাহাতে স্থাপন তোর পদ্ম রম্ভা উরু॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ কাকালিত সরু।
নয়নখঞ্জন যুগ কামচাপ ভুরু॥
অতুল যুগল কুচ কন্দর্প সকল।
ভুজঙ্গ যুগল ভুজ জঘন সরল॥
আনন্দিত অঙ্গ কন্যা দেখিয়া তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন অলঙ্কার॥
কে তুমি দেবতা কন্যা নতুবা অপ্সরী।
নাগিনী মানবী কিবা হবে বা কিন্নরী॥
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কানে।
এমত অদ্ভুত নাহি কেহ কোন জনে॥
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শশীমুখী।
কি হেতু পর্ব্বত মধ্যে আছহ একাকী॥
চাতকের প্রায় মম কর্ণ করে আশা।
তৃপ্তি কর কর্ণ মম কহি এক ভাষা॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায়॥
কন্যা না দেখিয়া হৈলা অতি অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরণ॥
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল॥
কি কারণে অচেতন হৈলে নৃপবর।
উঠহ ভূপতি তুমি যাহ নিজ ঘর॥
কন্যার এতেক রাজা শুনিয়া বচন।
মৃত কলেবরে যেন পাইল চেতন॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখ চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়॥
রাজা বলে কামশরে মোহিল শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির॥
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে
গরলে ব্যাপিত যেন ভুজঙ্গ দংশনে॥
তোমা বিনা অন্য দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিৎ নহে হেন অবশ্য মরণ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মনে হেন লয় মন॥
মম প্রতি যদি দয়া হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার স্থানে করহ আমার॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী॥
তপ ক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবে রাজন॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান॥
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রমিলেন সকল বন রাজা না দেখিয়া॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর॥
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন।
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল কায়॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে॥
রাজা বুদ্ধিমন্ত এক রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি॥

ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে॥
তবে চিন্তি অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে॥
তপতী কারণে তপ তপন সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল সূর্য্যের সদন।
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যার তপোধন॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম।
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার॥
কোন প্রয়োজনে আইলা আলয়ে আমার॥
কোন কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইল তবু তুষিব তোমারে॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন যুড়ি কর।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর॥
ভারত বংশের রাজা নাম সম্বরণ।
[illegible] অনুপম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুগত।
চিরকাল সম্বরণ তোমাতেই রত॥
তাহার বরণ হেতু তোমার অনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী তনুজা॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান॥
ভাস্কর বলেন তুমি মুনি নহে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষিতিতে সম্বরণ সমান॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ হও তোমা তিন জনা॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিব সম্বরণে দান॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন॥
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজে নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড় কর॥
তবে ঋষি দোঁহার বিবাহ করাইল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তারে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে॥
এথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
অশ্বগণ পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া॥
দুর্ভিক্ষ হইলে রাজ্যে হয় ডাকা চুরি।
এ করে না মানে অন্য সত্য পরিহরি॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হইল শব প্রায়॥
হীন শক্তি স্থানে স্থানে রহিল পড়িয়া।
স্থানে স্থানে অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত জিনিয়া॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি জানি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ যে দেশে কত দিনে॥
রাজ্য ভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর॥
বার্ত্তা পাইয়া অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন॥
দেশে আসি যজ্ঞদান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর॥
পুনঃ শস্য জন্মিল সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ব্ভে হৈল কুরু মহীপাল॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় গণন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশ পঞ্চ সহোদর॥
তাপত্য বলিয়া তেঁই বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ব বংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ সহ তার কথা শুনি॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন॥
কাম ক্রোধে জিনি হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সবে মুনিবর চরণে॥

বিশ্বামিত্র বহু মতে ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল॥
ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা যার বুদ্ধি বলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জদেশ গাধি নামেতে রাজন॥
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্ব গুণযুত।
বেদ বিদ্যা বুদ্ধি বলে ভুবনে অদ্ভুত॥
এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতেং গেল বশিষ্ঠ আশ্রম॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি।
নন্দিনীর প্রতি বলিলেন মহামুনি॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
দুগ্ধ দানে পরিতোষ কর সবাকার॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া সুরভী নন্দিনী।
সংসারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্নধন॥
বস্ত্র অলঙ্কারে নানা কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আর বসিতে আসন॥
যেই যাহা ইচ্ছা তাহা পায় ততক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণে॥
গবীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্মিত রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন॥
এই গবী মুনিবর আজ্ঞা কর মোরে।
এক কোটি গবী দিব স্বর্ণ মুখ থুরে॥
মথুরা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান॥
রাজা বলে মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা থাক বন মাঝে॥
গবী নাহি দিবা যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গবী জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবা গবী নিয়া যাব বলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম আমার লইব বলে ছলে॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় সৈন্য সহায় বিশেষে॥
যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ কি শক্তি আমার॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন সৈন্যগণ।
কামধেনু নিয়া চল করিয়া বন্ধন॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে ছড়ী॥
প্রহারে পীড়িত গবী ঊর্দ্ধ নাহি যায়।
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষি মুনি পানে চায়॥
মুনি বলিলেন কিবা চাহ মম ভিতে।
আমার যতেক কষ্ট দেখিছ চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য অধিকারী॥
তবে রাজা সৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তার গলে দড়ি দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দেন নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি॥
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে॥
মুনি বলিলেন তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে নিয়া যায় রাজা কি করিতে পারি॥
নিজ শক্তি বলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার কব কি তোমারে॥
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর ধনু বাড়াইল॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গবী হাম্বারবে ডাকে।
নানা জাতি সৈন্য তাহে জন্মে লাখেং॥
পল্লব নামেতে নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে।
মুত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখর ফেণাতে।
নানা জাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্য বেশ্যাদেখি হইল ভিড়ন॥

বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল॥
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা।
রাজার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
মুনি সৈন্য রাজ সৈন্যের পাছে যায় খেদি॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্ব সৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে খেদি যায়॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ মুনিরে জোহারে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাইয়া অপমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনেং গণে।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা জানিলাম এতক্ষণে॥
ধিক ক্ষত্র জাতি মম ধিক রাজ্যপদে।
এইত তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে॥
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইব কিবা যায় যাউক প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সন্নিধান॥
দেশে পাঠাইয়া দিল যত সৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন॥
বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন।
যার তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জ্বালি হুতাশন।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র আহার পবন॥
বরিষা কালেতে সদা জলদ বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তার মধ্যে বৈসে॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয়॥
এইরূপ করে তপ সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদুপর॥
ব্রহ্মা বলেন বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবা দ্বিজ দুষ্কর এ কর্ম্ম॥
অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন॥
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবা ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যাচহ তাহা মাগহ রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই॥
এত শুনি বিধাতা করিলেন গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
উর্দ্ধ দুই পদ করি উর্দ্ধ মুখ হৈয়া।
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ড ইয়া॥
শুষ্ককাষ্ঠ মত যেই হৈল নরবর।
কেবল জাগয়ে প্রাণ মর্জ্জার ভিতর॥
তার তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে।
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে॥
এড়াইতে নারিয়া সৃষ্টির অধিকারী।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী॥
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল মহাতপোধন॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান॥
সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠেরে পুজে।
সোমপানি করিল সহিত দেবরাজে॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজ ভ্রমে অনুক্ষণে॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা সর্ব্ব গুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্যাণপদ নাম॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন॥
মুনি না আইল রাজা হৈল ক্রোধ মন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠ নন্দন॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ নরেশ্বর॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজনে।
পথ ছাড়ি যাব আমি যজ্ঞের কারণে॥
শক্তি বলে দ্বিজ পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত॥

এইমতে কোলাকুলি হৈল দুইজন।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিল রাজন॥
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি অঙ্গে রাজা করিল প্রহার॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ চক্ষে চাহিয়া বলিল নরবরে॥
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পুরক উদর॥
শাপ শুনি ব্যস্ত হৈল সৌদাস নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করিলেন বিনয় বচন॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পাইয়া অবসর।
রাজ অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর॥
রাক্ষস শরীর হৈল রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ তার ফল।
বধিয়া মাংসের রক্ত খাইব সকল॥
শক্তিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া বুলে বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তর।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবর॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পাইয়া বিশ্বামিত্র দেয় কল তার॥
একে২ দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস স্বভাবে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল॥
শত পুত্র শোকে তার দহয়ে শরীর।
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু হৈল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকাকুল প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রেখে গেল কূলে।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী॥
বংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলা রাশি পরে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠ দেখিয়া সবে পালাইয়া যায়।
হেন মতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার।
কত দিনে আইল মুনি গৃহে আপনার॥
এক শত পুত্র নাহি দেখি মুনিবর।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করিয়া পুত্রগণ॥
এসব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি হয় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মৃত্যুর উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ২ অছেয়ে কুম্ভীর॥
তাতে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি॥
বিস্ময় হইয়া মুনি উলটিয়া চায়।
শক্তি ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়॥
যোড় হাত করি বলে শক্তির বনিতা।
তোমার সহিতে প্রভু আইলাম হেথা॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোনজন।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর॥
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হৈল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন॥
বধূসঙ্গ লইয়া চলিল পুরঃসর।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবর॥
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খাইয়া পূর্ণিত উদর॥
ভূপতি কন্যা পাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে॥
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কণ্ঠ দণ্ড।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড॥

নিকটে আইল মুক্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থরহর॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনে রাখে ইথে নাহি হেন জন॥
বশিষ্ঠ বলিল বধূ না করিহ ভয়।
ভূপতি কল্যাণপাদ রাক্ষস এ নয়॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকট।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকট॥
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কত দূরে।
কমণ্ডলু জল মুনি ফেলিল উপরে॥
আদ্য অঙ্গ রাজা হৈল রাক্ষস বাহিরে।
ইহা দেখি অত্যন্ত বিরস মুনিবরে॥
পূর্ব্ব জ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপ নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত॥
মুনি বলে চল শীঘ্র অযোধ্যানগরে।
কদাচিৎ অমান্য না করিহ দ্বিজেরে॥
রাজা বলে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি যাবৎ কলেবর॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মম সৌদাস নন্দন।
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোন জন॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা সে পাইয়া।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া॥
বধূসহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর।
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাশর॥
পুত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ তনয়ে পুষিল॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বল বশিষ্ঠেরে নিজ মনে জানি॥
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে।
বাপ বাপ বলিয়া ডাকেন বশিষ্ঠেরে॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া॥
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খাইল নিশাচরে॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়েরে দেখি শোকেতে মগন॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিতা॥
আজি তোর সর্ব্ব সৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোক তাহার একজন॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল যে এসব সমাচার॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কারে কর ক্রোধ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত॥
কর্ম্ম অনুসারে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর কি কারণ॥
কার এত শক্তি তারে মারিবারে পারে।
ধর্ম্ম অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে॥
ক্রোধ শান্তি করা বাপু তন্ত্রে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচর।
কার্ত্তবীর্য্য বলি ছিল এক নরবর॥
ভৃগুবংশ ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত॥
সর্ব্ব ধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে॥
ভৃগুবংশে দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া॥
ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন।
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন॥
রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্পধন দেখিয়া কহিল নরবর॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন।
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া॥
ধন দেখি ক্রোধী হৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল॥

বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকল মারিল॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর॥
বড় কলরব হৈল ব্রাহ্মণ নগরে।
প্রাণ লইয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে॥
এক ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ব্ভবতী।
স্বামী গর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী॥
উদর হইতে গর্ব্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ গর্ভভরে॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইস্থানে।
দশ সূর্য্য প্রায় তেজঃ ধরয়ে নন্দনে॥
দৃষ্টি মাত্রে ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত কত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল॥
যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি করে বিনয় বচন॥
পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সবারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লয়ে ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল॥
পিতৃ পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে ভৃগুর কুমার॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি হাজার বৎসর॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সে কারণে ক্ষত্র হাতে হইল মরণ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে।
হীন কর্ম্মে হীন তাপী নাহি কোনজনে॥
জপ তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সবা না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম॥

পিতৃগণ বচন শুনিয়া ঔর্ব্বমুনি।
কহেন কহিলা যত আমি সব জানি॥
পূর্ব্বে আমি ক্রোধে করিলাম অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার॥
দুষ্টলোক সমুচিত যদি ফল নয়।
সংসারে যতেক লোক দুষ্টতা করয়॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ॥
যখন ছিলাম আমি জননী উদরে।
ক্ষত্র ভয়ে মম মাতা এড়িল উদরে॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে সব মারিয়া মম হৃদয় বিদরে॥
হেন দুষ্ট জনে যদি শাস্তি না হইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেই জন।
কাপুরুষ বলি তার সংসারে ঘোষণ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে কোপ না করি সংহার॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ শান্ত কর মন॥
ক্রোধ তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সর্ব্ব গণিয়া বাপু কর সম্বরণ॥
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন।
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি॥
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেক না বাঁচে সংসারে॥
সে কারণে জল মধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল॥
ঔর্ব্ব বলে না লংঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধে ভৃগুর নন্দন॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধুমাঝে॥
বশিষ্ঠ বলেন তাতে পূর্ব্বের কাহিনী।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি॥

এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গিকার কৈল॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ॥
পরাশর যজ্ঞ কথা অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সংকল্প করিল সহ রাক্ষস সংহার॥
যজ্ঞের অনল গিয়া ঠেকিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে॥
গিরীন্দ্র নগর যত কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম॥
লক্ষ২ কোটি২ অর্ব্বুদ অব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া শব্দে॥
পুঞ্জ২ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর।
কার সপ্তমুখ কারু অষ্টাদশ কর॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ।
কুপ সম চক্ষেতে বহয়ে ঘন লোহ॥
পর্ব্বত আকার কেহ জিহ্বা লোহ২।
বিপুল উদর কারু দেখি শুষ্ক দেহ॥
কেহ২ প্রবেশিয়া পর্ব্বত কঠোরে।
প্রাণ ব্যগ্রে কোন জন বৃক্ষ চাপি ধরে॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরিষে।
লিখন না যায় কত অনলে প্রবেশে॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয় কালেতে যেন মজায় সংসার॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি॥
কোন২ রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে মন্ত্র করিয়া বন্ধন॥
পরাশর যজ্ঞে হৈল রাক্ষস সংহার।
পৌলস্ত পাইল সে সকল সমাচার॥

পৌলস্ত নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন।
যাঁর সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগণ॥
সৃষ্টিনাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়ে উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বলিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর॥
বড় যশ উপার্জ্জিলা শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন॥
বেদশাস্ত্রজ্ঞ হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কেহ দ্বিজ নাহি কেহ তপ করে॥
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীনজন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ॥
মৃত্যু বলি সংসারে আছয়ে বড় ব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি॥
শত বৎসরেতে কিম্বা সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাসে কিম্বা জলে ডুবি মরে।
শত২ ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম নির্ব্বন্ধন।
কার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডন॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে॥
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধে হৈল অল্প দোষের কারণ॥
আপনার মৃত্যু তবে আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল॥
অল্পদোষে মহাক্রোধে দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নির্ব্বন্ধিত॥
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা কি কারণে॥
যেকর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের তনয়।
দ্বিজ ক্রোধ কৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয়॥
বধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে॥
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
যজ্ঞশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে॥
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতা যহে॥

বলিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনী॥
অকারণে হিংসা কর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ সর্ব্ব করিলে কিবা পুনঃ পাব তাপ॥
ক্রোধ ত্যাগ করি ছাড় লোকের হিংসন।
পৌলস্ত্য মুনির বাক্য করহ পালন॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ অগ্নির নির্ব্বাণ॥
নিবৃত্ত না হৈল অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
সঙ্কল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস সংহারে॥
আহুতি না পাইয়া অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দহনে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে॥
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না আনি॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি দয়াবান।
ভূপতি কল্যাণপাদে দিল পুত্রদান॥
যে রাজা হইল হেতু শত পুত্র নাশে।
তারে পুত্রবান কৈল আপন ঔরসে॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন॥
একেতো পরের দারা দ্বিতীয় অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ।
শক্তিশাপে নিশাচর হইল রাজন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সদা কলেবর।
ভক্ষ্য অনুসারে ফিরে অরণ্য ভিতর॥
হেনকালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুই জন॥
দেখিল ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল ভূপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ যুবতী॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাসনন্দন।
তোমার বংশেতে সব দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর॥
আজি মম প্রথম হইয়াছে ঋতুস্নান।
প্রথম বয়স নাহি যাই স্বামী স্থান॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী॥
এতেক কাতর যদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মম শাপে॥
মম ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবা দুষ্ট তুমি॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশ কারণ জানাই উপদেশে।
বংশ রক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ ঔরসে॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরে মহারাজ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন॥
স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা দময়ন্তী॥
দময়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তবে হইবে মরণ।
সে কারণে মম অঙ্গ না ছুঁও রাজন॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশ রক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি॥
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি লোক মুখে।
ভার্য্যা নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে॥
বশিষ্ঠ হইতে তার হইল সন্ততি।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয় বচন॥
এ সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন।
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ॥
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের সুতেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাইল ক্ষিতি মাঝে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিতে মন।
দেবল ঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন॥
পুরোহিত করি তাঁরে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ তবে প্রসন্ন বদন॥
আর যত দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন ইহা থাকুক এস্থানে॥

কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখনি এ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবা আমারে॥
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে২ পঞ্চ ভাই কৈল আলিঙ্গন॥
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক তীর্থে গেল কুন্তীর তনয়॥
পুরোহিত করি ধৌমে করিল বরণ।
উল্লাসেতে কৈল ধৌম্য আশীষ বচন॥
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই চলেন পঞ্চালে।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিলে॥
দ্বিজগণ বলেন কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আইসহ কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে একচাকা হৈতে।
পঞ্চ ভাই যাইতেছি জননী সহিতে॥
দ্বিজগণ বলে চল আমার সংহতি।
কন্যা স্বয়ম্বর করে পঞ্চালের পতি॥
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহু ধন।
আমা সবা সংহতি চলহ পঞ্চজন॥
তোমা পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয় তোমা অবশ্য বরিবে॥
তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় তার জন্মিবে অন্তরে॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পঞ্চাল নগরেতে হইল উপনীত॥
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

" স্বয়ম্বর স্থান নির্ম্মিত।

পঞ্চাল নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকার গৃহ মধ্যে করেন আশ্রয়॥
ভিক্ষা করি আনে তথা ব্রাহ্মণের বেশে।
হেনমতে কতদিন থাকে সেই দেশে॥
স্বয়ম্বর সজ্জা করে পঞ্চাল ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ লোক অগোচর॥
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিন্তে পঞ্চালাধিকারী॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমত ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদ বলিল ইহা চিত্তে নাহি লয়।
দেব হৈতে জন্ম সব পাণ্ডুর তনয়॥
বহু দেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইয়া পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন॥
হেম ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে॥
মধ্যপথে অস্ত্র থুইল মন্ত্র বিরচিতে।
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্ররন্ধ্র পথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ কন্যা ভজিবে তাহাতে॥
করিল দ্রুপদ রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥
সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পঞ্চালের দেশে॥
রথ অশ্ব পদাতিক না যায় গণনা।
চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশ দিক যুড়িয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোক মুখে কলরবে কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশান ভাগে পঞ্চাল ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিচিত্র রতন মণি রতনে মণ্ডিল॥
কৈলাস শিখরে যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর॥
সুবর্ণ রতন মণি মুকুতা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল সুবর্ণের স্থল॥
গুবাক কদলী রূপিলেক স্থানে২।
উচ্চ নীচ কটি কৈল একই সমানে॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি কুসুমে মন্দ গন্ধে সব আলি॥
স্থানে২ রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় লিখন না যায়।
বহুদিনে করিল সঞ্চয় তাহা রায়॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে॥
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজন।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল মণি গলে মুক্তাহার।
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্ব গুণশালী॥

আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র ভূপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন সহ যত আর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত।
কোটি২ রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্য রাজ শল্য শল্য সিন্ধুরাজ বঙ্গ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাধীর।
গান্ধার রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর।
অংশুমান চেদিপাল কাশী দণ্ডধর॥
শিশুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট উত্তর॥
প্রতিভু পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্ম অঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মিণী মহাতেজা॥
সাত ভাই কলিঙ্গ ভূপতি অনুগত।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধর শ্রীবৎস্য সে রাজা সত্রাজিত।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বানন্দের সহিত॥
বৃহৎক্ষত্র উলূক কৈবত জলপক্র।
ভগদত্ত চক্রসেন ভূরিসেন চক্র॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
মহারাজ শল্য আইল মদ্রের নন্দন॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লিকী দীর্ঘস্বর প্রজ্ঞোদয়॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরদের কালে যেন শোভে শশধর॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্রসহ আইল সত্বর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব চারণ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সরা অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে যেমন স্বর্ণপুরী॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু সপ্তবংশ সাত॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ॥
বিদুরথ কৃতবর্ম্মা, উদ্ধব অক্রূর।
পৃথু জিলা পিণ্ডারক পঙ্কু উশীনর॥
শূন্যেতে রহিলা খগপতি আরোহণ।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণ॥
পঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল॥

যত যতগণ সভামধ্যে বসে ছিল।
গোবিন্দ আগমন দেখি সংভ্রমে উঠিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবত।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত॥
শিশুপাল আর শাল্য রুক্ম দন্তবক্র।
জরাসন্ধ আর যত রাজা দুষ্ট চক্র॥
কেহ বলে কারে সবে করিল প্রণাম।
দেব কি পশুত্বখণ্ডি পুরাইবে কাম॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল॥
তেই সে ক্রুগণ বলিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকরগণ সম বাদ্য করিবারে॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান॥
এ সবার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিত গরুপাল॥
সর্ব্বলোকে জ্ঞাত খ্যাত ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি মতে॥
ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোক মুখে শুনি॥
গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিন অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার বিশ্বাসে পলায়॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মানব দেহ দেব নরাকার॥
লীলায় হইল যার চরাচর জন।
নাভি কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন॥
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন॥
কৃমি কীট পর্য্যন্ত যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল চরণ॥
পঞ্চমুণ্ড অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি মুণ্ড বিধাতা সহস্র মুণ্ড শেষ॥

হেন জনে প্রণমিতে আমি কি সে জানি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধে।
কোন মূঢ় বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধে॥
যখন মারিল দুই আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা॥
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধু তীরে।
সেইত দিবসে মাত্র পলাইল ডরে॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন সে সকল আনি আমি।
না জানিয়া বলি চিতে না ভাবিহ তুমি॥
পূর্ব্বে ছিলা রাজা তুমি দৈত্য অধিপতি।
কৃষ্ণ হস্তে মরিলে পাইবা দিব্যগতি॥
সে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল॥
শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে॥
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধ মুখ দেখি॥
কি হেতু করহ ক্রোধ মগধ প্রধান।
এই আমি এথা হৈতে যাই অন্যস্থান॥
কৃষ্ণ নিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি॥
হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্ব নারীগণ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
নানা পুষ্পে সাজাইল যে অঙ্গে যে সাজে।
বত্রিশ কলাতে যেন শোভে দ্বিজরাজে॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল যেন হৈল অচেতন।
চিত্রের পুতলি প্রায় সব রাজগণ॥
কেহ২ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
অচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ২ জীবন রাখানে আপনায়॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু ও রূপ।
পাণ্ডব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তরে।
কাশীদাস বিরচিল রচিয়া পয়ারে॥

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
কেবল কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনি মন সুখ॥
নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
চারু ভুরুলতা, দেখিল মন্মথ;
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর; বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাচর ভালে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠে দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু;
অগাধ অগাধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল; ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বনে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করী কর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কন, করে ঝন ঝন,
চরণে নুপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণকাঞ্চী অবতংশ॥
রামরম্ভা তরু, চারি যুগ উরু,
দেখি নিন্দে মত্ত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা যুগ ঈশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল;
অমলে গঠিত অঙ্গ।
ভাবের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ॥

কমল বদন কমল নয়ন,
কনক গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্গুতল,
ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কোমল মধুরবৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলের অংশে;
সৃজিল কমলজাত।
কামনা বিকাশি, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত॥

রাজাগণের লক্ষ বিন্ধিতে গমন।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে ভূপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ু বেগে।
সবে বলে রহ লক্ষ আমি বিন্ধি আগে॥
সুহৃদে সুহৃদে তবে উপজিল দ্বন্দ।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল ভূপবৃন্দ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাকারে পুনঃ২।
নোয়াইয়া ধনু ছলে দিতে নিল গুণ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হয়ে নৃপতি পড়িল কত দূরে॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিল বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোয়াইল ছল॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর॥
তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে॥
তুলিতে না পারিল ছাড়িতে নারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল॥
কন্যারে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ বিন্ধিবার ছলে হাসিল সমাজ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজাসনে যাও॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাপে তনু॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া॥
পায় চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কত দূরে পড়িল হইয়া মৃত প্রায়॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম॥
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর॥
লজ্জা ভয়ে প্রাণপণে নোয়াইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হতে হীন বীর্য্য তনু॥
ধনুহলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কত দূরে রাজগণ উপরে পড়িল॥
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন॥
একে একে যত ছিল ভূপতিরগণ।
রুক্মি ভগদত্ত শল্য শাল্য নৃপাসন॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশ্মী ভোজ নরপতি
যজ্ঞসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘ পিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয় প্রধান।
লক্ষ লক্ষ নরপতি সবে বলবান॥
একে একে সকলে বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাকে।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে২॥
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি॥
বড়২ ভূপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠে করিয়া ধনুকে॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
কত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ॥
রাজগণ যখন হইল অজিয়ান।
করযোড় করি বলে পঞ্চাল প্রধান॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্য সিদ্ধি করি প্রাণপণ॥

সবে বলে রাজা তব না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত॥
বহু স্থানে এমত আছয়ে লক্ষ পণ।
লক্ষ বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যা ধন॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুভয়ে মুচ্ছা হৈল যত নৃপমণি॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাকু গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিরম্বিতে করেছে চাতুরী॥
বহুধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাহি শুনি নাহি কাণে॥
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উর্দ্ধ রাধাচক্র করেছিল॥
তাহাতেও গুণ দিল কেনহ জনা।
লক্ষ বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেহ সেইমত পণ করিল ভূপতি॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবেক এ ধনুর তুলনা॥
তাহাতেই গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ বিন্ধিল কেমনে॥
কহ শুনি ভানুমতী স্বয়ম্বর কথা।
কোন কোন রাজগণ গিয়াছিল তথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

ভানুমতীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌দেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পঞ্চাল সৃঞ্জয়॥
শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোহিত।
জয়দ্রথ শল্য মদ্র কৌশল সহিত॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আসি সহস্রেক রাজা॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন॥
এইমত মৎস্য লক্ষ উচ্চ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন॥
সেই মম কন্যা লইবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনা হৈল শীঘ্রগতি॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী রূপে যেন করিল প্রকাশ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কার শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু যোড়াইয়া॥
লক্ষের উদ্দেশে বাণ বিন্ধিল নৃপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ তাহার শকতি॥
লক্ষ পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
বড় লাজ পাইয়া ধনুহাতে হৈতে ফেলে॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কার শক্তি যোড়াইতে নারিল ধনুক॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌দেশ পতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি॥
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন॥
রাজগণ বলে শক্তি নাহি মোসবার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে ইথে যত॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
যে বিন্ধিবে লক্ষ সে লভিবে ভানুমতী॥
এই ভাবা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টভেদী।
একবাণে মৎস্য চক্র ফেলাইল ছেদি॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতি।
কর্ণ গলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি॥
পাছে হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল॥
রহ২ বলি তাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা॥
কর্ণ বলে লক্ষ বিন্ধিলাম এ সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালা দিতে॥

মৈত্র হেতু আমি তায় করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ॥
জরাসন্ধ বলে অদ্ধভাগী হই আমি।
মম গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরেতে স্বামিত্ব দোঁহার॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান॥
ভানুমতি কন্যা লভিবেক সেইজন॥
এইমত কহিল সকল রাজগণ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি॥
বহু শক্তি দিলা গুণ করি প্রাণপণ।
নোঙাইতে ধনু তাহে নহিলা ভাজন॥
কন্যা লোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মমস্থানে॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ বিন্ধিবারে ক্ষমতা আমার॥
এবার তথায় লক্ষ রাখ লৈয়া পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ॥
নতুবা আইসহ দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকার অঙ্গে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারয় তাহা বৃহদ্রথের নন্দন॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার।
ধনু এড়ি গদা লইল মগধ কুমার॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণ রথ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ সে চূর্ণ করিল।
লাফ দিয়া কর্ণবীর ভূমিতে পড়িল॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন॥
মারহ করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে॥
মেঘের ঘর্ঘনাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্রধুলি হৈয়া পড়ে॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
খণ্ড২ করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান২।
আর গদা নিল পুনঃ মগধ প্রধান॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল২ করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ কুমার॥
আমি অস্ত্র হীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজ আইস দোঁহে বাহু যুদ্ধ করি॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর॥
মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে২ তাড়ি।
চরণে২ ছান্দি যায় গড়াগড়ি॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টিক প্রহার।
চড়২ শব্দ বাজে অঙ্গে বোঁহাকার॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ি।
মাথায় মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে গড়ি॥
দোঁহাকার সংগ্রাম না হয় যে বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম॥
বসন্ত সময়ে যেন হস্তিনী কারণ।
দুই মত্ত হস্তীবল করে মহারণ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য পরাক্রম।
ক্রোধে মূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম॥
ভুজবলে জরাসন্ধ পাড়িল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিলা চাপিয়া ধরে গলে॥
জরাসন্ধ সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপন দেশেতে গেল হৈয়া দুঃখমতি॥
তবে অনুমতি লয়ে ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল কন্যাধন॥
হৃষ্ট হৈয়া দুই মিত্র করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামে কথোপকথন।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তবে পুনঃ কি করিল শঙ্খাল ঈশ্বর॥

মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ২ রাজগণ বলে কটুবাণী॥
উপহাস করিবারে ভূপতি মণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রে আনিলে॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তবে যাকে লয় মন॥
রাজগণ বাক্য শুনি দ্রুপদ কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সবার॥
ক্ষত্র কুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিব বরণ॥
হউক মহুক রাজা নাহিক বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ বিন্ধে শক্তি যার॥
পুনঃ২ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্র ভাগে॥
রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিছেন নারায়ণ॥
আমা সবাকার তাহে নাহি কিছু কায।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ॥
বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পঞ্চাল রাজন॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল এক লক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করি পূজা।
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ॥
আর সংসারের মধ্যে আছে কোনজন।
এ লক্ষ বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ॥
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পনেরো দিবস ছাড়িলাম দ্বারবতী॥
গোবিন্দ বলেন অ জিকার দিন রহ।
লক্ষ বিন্ধিবারে দেব কৌতুক দেখহ॥
যেই বিন্ধে ইতি মধ্যে নাহি শোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
ইন্দ্র যম প্রভৃতি বরুণ দিকপালে॥
এ লক্ষ বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন জন॥
তিন লোক বীর তার নহিল সমান।
মরে শ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কেবা আছে আন।
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছয়ে মানুষ।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম মানস কলুষ॥

অবর্ণিত রূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
সংপূর্ণ চন্দ্রমা মুখ জাতিতে পদ্মিনী॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ আমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন॥
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব মধ্যম।
লক্ষ বিন্ধিবারে মাত্র সেই হয় ক্ষম।
রাম বলিলেন শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিবা আর এথা॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
যে পারিবে দ্ব দশ বৎসর সে মরিল॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস॥
আমমধ্যে পুড়িল সে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ বিন্ধে নাহি হেন জন॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না বুঝি কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্য বন্ধু তারা অবধ্য সংসারে॥
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমি ভার বিনাশিতে জন্ম সবাকার॥
তাহারে মারিতে পারে কাহার শকতি।
কালগুপ্তে গোড়াইল থাকি যথি তথি॥
এই সভামধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিনীনন্দন॥
রাম বলিলেন কত অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন দেশে বঞ্চিল গোপনে॥
কোন দেশে কোনস্থানে থাকে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ॥
এত শুনি বলিলেন মৃদু যদুবীর।
দ্বিজ সভা মধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির॥
একণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস বদনে।
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলী ঠুলি।
মাথায় ঝারার ছত্র স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি॥

রাম বলিলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে ব্যাখ্যান॥
তবে কেনহেন গতি দেখি যুধিষ্ঠীর।
অনাহারে মহাকষ্ট দুঃখিত শরীর॥
রাজা দুর্য্যো ধন দেখি অতুল বৈভব।
সভায় বসিয়া যেন দ্বিতীয় বাসব॥
গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয়।
পাপ আত্মা দুর্য্যাধন জানিহ নিশ্চয়॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নীতি।
পশ্চাতে হইবে সেই সমূলে বিনশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয়লভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখ সুখ কতকাল দৈবের লিখন।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ বিন্ধিবার মন॥
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুক নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিলা ধনুক ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
তুলি ধরি নম্র করিলেন মহাধনু॥
বলকরি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পঞ্চাল আর যত রাজ ভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যায় আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যাধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে না ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদ পুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুইল মহামতি॥
তবেত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পঞ্চাল নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥

ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ বিন্ধি কদাচন॥
আমাযোগ্য নহে এই দ্রুপদ কুমারী॥
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিল বামপাণি।
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ বলেন আচর্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কেন আশ্চর্য্য॥
বিন্ধিতে যে শক্তি তার গুণের কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়॥
তেঁই গুণ ঘুচাইতে নাহি প্রয়োজন।
বিশেষ ভীষ্মের দত্ত নহে অন্যজন॥
তবে দ্রোণ লক্ষ দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ দ্রুপদ নৃপেতে॥
পঞ্চ ক্রোশ উচ্চেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র পথে॥
অধোমুখ চাহিয়া থাকয়ে মৎস্য লক্ষ।
ঊর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায়।
দেখিয়া সে হৃদয়ে চিন্তেন যত্নরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ॥
লক্ষ বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর।
মৎস্য লক্ষ ঢাকি রহে সেই চক্রধর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পুরিয়া।
চক্র ছিদ্র পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগণ মণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হৈয়া অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তরে দ্রোণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বাম পাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে॥
আকর্ণ পুরিয়া চক্র ছিদ্র পথে হানে॥

গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খানখান॥
দ্রোণ দ্রোণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুক নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥
বামহস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ যুড়ি বীরবর॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ যুড়ি বীর বাণ।
ঊর্দ্ধ করে অধোমুখে পূরিল সন্ধান॥
ছাড়িলেক বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বৈসে গিয়া॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ কুমার॥
দ্বিজ হউক ক্ষত্র হউক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মম পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পঞ্চাল নন্দন॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেন রীতে॥
দ্বিজ সভামধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিক বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ২ ডাকে।
লক্ষ আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হলেন অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পাইয়া ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চাহিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠ যাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥

শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইলে পাগল॥
যে ধনুতে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শাল্য দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
অনর্থ না কর বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরিয়া বসাই দ্বিজগণ॥
পুনঃ২ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্য চিত্ত বীর ধনঞ্জয়॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলক্য পূরিল।
যত রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল॥
শঙ্খ শব্দ শুনি পার্থ হৈলেন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ২ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদীরে লও হে সত্বর॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যত দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলা ব তুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ॥
সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্ম পুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জন।
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণ আমা সবার কি কায॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুক নিকটে ধনঞ্জয় যান তবে॥

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥
কিবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি ক্ষতি আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ যে অল্প না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে ক্ষিতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীবে বন্ধুজীব অধমের তুল।
খগরাজ করে লাজ নাশিকা অতুল॥
দেখি চারু যুগ্ম ভুরু ললাটে প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।
ভুজযুগ নিন্দে লাগে অজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
কুচপাটী দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি ধরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংশ যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে।
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণ জানে কি কর্ম্ম অশক্য॥
এইমত রাজগণ করিয়াছে বিচার।
ধনুক নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদত্ত শিরে করিলেন নমস্কার॥
বাম করে করি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিল বলি চিন্তেন হৃদয়।
সাক্ষাৎ কি রূপে হবে অজ্ঞাত সময়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
অগ্রে এক অস্ত্র মারি কর সংবাধন।
অন্যে অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি হল লোকের গহনে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয় শিষ্য এই হইবে সুজন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তারে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু তনয়।
লক্ষবেধী ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলিলেন আমি ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম ও করিবে কি কারণ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্র কুল শ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী॥
যেই বিদ্যা দেখাইল সবা বিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে॥
ইহা কেহ নাহি জানে অন্য রাজগণে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে॥
বিশেষ তোমারে যে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হৈয়াছে ইহার॥
এক্ষণে বিদিত আর হয়ে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে॥
ভীষ্ম কহিলেন আমি হৃদে ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ॥
কহহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে ভয় করি।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্ট লোকে ডরি॥
বিশেষে অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম কহিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার॥
দ্রোণ বলেন যে বিদ্যা এ করিল সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঞি কেহ নাহি পায়॥

পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমায় দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে।
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁহ পার্থ বলি ইহা লয় মোর মনে॥
পার্থের শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকূল।
কি বলিলা আশ্চর্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বলিয়া নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈল মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলে ভীষ্মদেব ত্যজ শোক মন॥
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রতীত নহে মনে॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিন পাছে করি॥
হেন নীতি উক্ত আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক মহীতলে॥
এত শুনি ভীষ্ম বীর ত্যজ জল ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যাণ করেন তুষ্টমন॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনী।
লক্ষ বিন্ধি লবে এই দ্রুপদনন্দিনী॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড় হাত।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভাত॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি॥
অবধান হের দেখ রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে মধ্যম পাণ্ডব॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিলে এ লক্ষ।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
অনুপমরূপা কৃষ্ণা অনঙ্গমোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে যে ভাবিনী॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে গণে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে॥
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি রহিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগজ্জনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্ব ফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল না হি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যেন নিঃক্ষত্রিয় কৈল ভৃগুপতি॥
নিঃশেষ করিতে অবনী মহাভার।
সেই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
অর্জ্জুনে আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে সে সর্ব্বপাপে তরি॥

অর্জ্জুনের লক্ষ বিদ্ধ করণ।

প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ বিন্ধে ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রহ্মণমণ্ডলী॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তিবাণী।
লক্ষ বিন্ধি প্রাপ্ত হউক দ্রুপদনন্দিনী॥
ধনু লৈয়া পঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্র ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবা দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি তলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণে টানে গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু বিন্ধিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইল পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয়হ শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল।
বিন্ধিলহ বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্মাপন্ন যত নৃপমণি॥

হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাতী।
লক্ষ বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল কার কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধেছে কি না বিন্ধেছে কে জানে নির্ণয়॥
বিন্ধিলাম বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥
তবে ধৃতদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্ট বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পঞ্চ সহোদর।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন উত্তর॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যাহ সত্যহ লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভঞ্জন।
লক্ষ কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নাহি বলি সম্মুখে সবার।
যতবার কহিবা বিন্ধিব ততবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পুরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুক।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ সবার সম্মুখ॥
দেখিয়া বিস্মৃত ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধি পাত্র মালা দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ॥
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
ভের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান॥
রত্ন ধন সহিত দ্রুপদ রাজা খোবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ বিন্ধিলেন তপোবলে।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে॥
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লই যে এক্ষণে॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর॥
যে বলিল তোমারে করি যে নিবেদন।
তোমা সব কর্ম্ম নাহি করে কোনজন॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মম বশ কর গিয়া দ্রুপদ দুহিতা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নি প্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়॥
ওহে দ্বিজ যেই মত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবশ্য ব্রাহ্মণ॥
সে কারণে মম ঠাঁই পাইলে জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্যে বাঁচে কোন জন॥
অরে তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে॥
আমি দিব তো সবায় পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সবা স্থানে কহিবা আপনি॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত যত রাজার গোচর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে॥

দেখ হেন মতি ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণের।
হেন বুঝি লক্ষ বিন্ধি করে অহঙ্কার॥
রাজাগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত॥
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন জন।
রাজাগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন॥
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ॥
এ হেন দুরাকা বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষত স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে॥
ক্ষত্র স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কায।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ॥
এমত করিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমতে দুষ্ট হবে যত দ্বিজগণ॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয়॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হেন দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার॥
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে সবার বাঞ্ছিত॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজাগণের যুদ্ধে প্রবর্ত্ত।

যার যেই লয়ে অস্ত্রশস্ত্র রাজাগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্য আর দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভ্রমেণ॥
যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতি মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল কাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্র বৃষ্টি॥

দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেন রাজাগণে সমুদ্রের প্রায়॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবা লক্ষ নৃপমণি॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি দেখ গুণবতী।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
আমার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী।
এক সিংহে নাহি পারে অজাযুথপতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
এক ব্যাঘ্র কি করিবে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণ করিব কি শঙ্কা॥
এতবলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী আর সে সত্যজিত॥
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সৈন্য যে পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুন যতেক নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবনন্দন॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া লৈল এক দীর্ঘ তরুবর॥
দশ যোজন দীর্ঘ তরু নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ দ্বিজ বিন্ধিল আমার।

লক্ষ বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব কর কেন একান্ত ব্রাহ্মণ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব দ্বিজ সব কয়॥
মারিব মারিব আজি করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর॥
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইয়া সে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে জাঠা করিয়া ভূপতিগণ আগে॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি॥
তোমরা আইলে দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে॥
যে প্রমাদে দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত এই ক্ষণে শাস্তি পাবে॥
এতবলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজাগণ প্রতি ধান ইন্দ্রের নন্দন॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান॥
এই দেখ লক্ষ রাজা ত্রৈলোক্য জিনিয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত কত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে॥
প্রতিজ্ঞা করিল যতং রাজাগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়ন যুগল যেন বিকচারবিন্দ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যে বলিল সত্য দেব যাদব ঈশ্বর॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তেকে নিতে পারে সবাকায় ভূমি॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজাগণ ছাগ॥

কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্র মুখ খাদ্য কি শৃগালে লৈতে পারে॥
তবে যদি অর্জ্জুনেরে ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে।
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
বিশেষ আপনি বল পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক ভূপতি সকল॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে॥
একা পার্থ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখন দেখিবা বিদ্যমানে॥
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধু জল।
শীতল হইয়া যায় যদি দাবানল॥
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পরিবে॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে থাকেন রাম হইয়া বিমন॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিকে।
নাহিক সংভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে॥
হিমাদ্রী পর্ব্বত প্রায় আছে মহাবীর।
সমুদ্র সদৃশ বুক অত্যন্ত গভীর॥
জন্তুগণ মধ্যে যেন সিংহ মহাবল।
ইন্দ্রের নন্দন রাজা মধ্যে ভূত বল॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুন অঙ্গে বাণ বৃষ্টি হয়॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর॥
একা পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ পূর্ণ॥
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ॥

টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেকে শরবৃষ্টি করেন বারণ॥
যেন মহা বাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র লহরি যেন নিবারিল ভেলা॥
শিশুগণ মধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা।
যুদ্ধ বীর তদ্রূপ করেন নানা খেলা॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবৎ।
কাশীদাস কহে সাধু প্রিয়ে অনুব্রত॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রাজাদিগকে
যুদ্ধে পরাস্ত।

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর॥
চতুর্দ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
রহ রহ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখ ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গণে গণিল প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠীরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
দেখ হেন অন্তে যেন উথলে অর্ণব॥
উঠ উঠ দ্বিজ সর্ব্ব চলহ সত্বর।
নির্ভয় হয়েছ মনে নাহি কিছু ডর॥
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিলা।
আপনি মরিল সর্ব্ব দ্বিজে দুঃখ দিলা॥
ক্ষত্র রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ॥
পলাহ হে দ্বিজ চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে॥
এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
এত বলি পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ॥
বিংশতি সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ শিষ্য লয়ে পলাইল কৌণ্ড॥
দ্বাদশ সহস্র শিষ্য লৈয়া যান ব্যাস।
ধাইল পৌলস্ত মুনি বহে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
ষষ্টিশত শিষ্য লয়ে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশ সহস্র গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা॥
পঞ্চবিংশ সহস্রেতে পরাশর মুনি।
চতুর্দ্দিগে ধায় সবে নাহি সরে বাণী॥
দন্দ দেখি হরাষত দ্বন্দ প্রিয় ঋষি।
মন করতালি দিয়া নাচেন উলসী॥

লাগহ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণেহ সকল রাজারে গালি পাড়ে॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোমা সব।
একা দ্বিজ করিল সকলে পরাভব॥
কন্যা লৈয়া যান যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন॥
এত বলি উদ্ধরাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন॥
সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দনে।
করেন প্রহার নিজ অস্ত্র রাজাগণে॥
কাহার কাটিল ধনু কারো কাটে গুণ।
কাহারো কাটিল খড়্গ কারো কাটে তূণ॥
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত্র হইল তবে যত রাজাচয়।
দশহ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
মুখে পঞ্চ ভুজে চারি আর চারি পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে রথোপরি যায়॥
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিকে যত নরপতি॥
কহেন আশ্বাস বাক্য পার্থ দ্রৌপদীরে।
পাছে থাকি হাসিয়া কহিছে কর্ণবীরে।
কি কর্ম্ম করিল দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পর নারী সম্ভাষহ কেন সভামাঝ॥
আপনার ভোজ্য অগ্রে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন কহ কর্ণ আছত জীবনে॥
ওরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জায়ন্ত আছিস রে খাইয়া মম বাণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি কথা কহ।
কোন দেশে ঘর তোর আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয় আমি করি উপবোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে যে ক্রোধ॥
কর্ণ বাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে॥
যুদ্ধ ভয় করি বুঝি কহ এইকথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান॥

তুমি বড় ধর্ম্মপর ব্রহ্মবধে ভয়।
তেঁই এক জনেরে বেড়িল রাজচয় ॥
হাসিয়া এক্ষণ বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ ॥
যত শক্তি আছে তোর নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিহ আমা ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে।
নানা বর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপরে ফেলে ॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর ॥
মার মার বলি অস্ত্র ফেলেন চৌদিগে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে ॥
মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভূষণ্ডী কোটি২ ॥
মার মার বলি সবে চতুর্দ্দিকে ডাকে।
বৃষ্টিবৎ নানা অস্ত্র ফেলে ঝাকে২ ॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥
বায়ুর নন্দন ভীম বায়ু পরাক্রম।
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র করে ক্রম ॥
পরম আনন্দ বার পাইলে বিক্রম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম ॥
সংগ্রাম আহার আর রমণী রমণে।
তিন ঠাঁঞি ভঙ্গ বার না হয় কখনে ॥
অনলের তেজঃ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে ॥
জন্তুগণ মধ্যে যেন যুগান্তের অন্ত।
ভীম বিহরয়ে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত ॥
প্রলয়ের মেঘমালা জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ ঘুরাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ ॥
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষ বাড়ি।
সহস্র২ চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি ॥
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথী অশ্বধ্বজ।
সহস্র২ ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ ॥
দক্ষিণ বামেতে বীর খায় অগ্রে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে ॥
মুণ্ড তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায় ॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর ॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে।
দানবগণের মধ্যে যেন আখণ্ডলে ॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ ॥
যেই দিগে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি।
দুই দিগে ওট যেন মধ্যে হয় নদী ॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হয় রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা ॥
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল।
পলায় যতেক রাজা নাহি বান্ধা বাল ॥
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশ অক্ষৌহিণী পতি ধন্য জরাসন্ধ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন।
সাত অক্ষৌহিণী পতি বিরাট রাজন ॥
পঞ্চ অক্ষৌহিণী পতি যায় শিশুপাল।
নব অক্ষৌহিণী পতি কলিঙ্গ ভূপাল ॥
বিভু অনুবিভু চারি অক্ষৌহিণী পতি।
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি ॥
একে একে প্রাণ লইয়া সবাই পলায় ॥
আইল২ বলি পাছে নাহি চায় ॥
মুকুট পড়িল খসি হাতের ধনুক।
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে যায় সবে পাছে নাহি দেখে।
মার মার বলিয়া সে ভীমসেন ডাকে ॥
শরণ লইনু বলে মারে আছাড়িয়া।
পলাইলে রক্ষা নাহি মারিল তাড়িয়া ॥
পলায় নৃপতিগণ না দেখে নিষ্কৃতি।
উঠিলেন গর্জ্জিয়া মদ্রের অধিপতি ॥
বিবিধ প্রহার করে ভীমের উপর।
বৃক্ষ লৈয়া প্রহারয়ে বীর বৃকোদর ॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল।
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমেতে পড়িল ॥
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈয়া শল্য রাজা রথের উপরে ॥
গদা হস্ত শল্য রাজা তরু হস্ত ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম ॥
কৌতুক দেখয়ে সবে থাকিয়া অন্তরে।
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে চারিভিতে ফিরে ॥
পর্ব্বত উপরে যত পড়িল পর্ব্বত।
সর্ব্ব রাজগণ যেন মানিল অদ্ভুত ॥
পর্ব্বত উপরে যেন বজ্রাঘাত হৈল।
সেই মত দোঁহাকার শব্দেতে পুরিল ॥
পর্ব্বত পড়য়ে যেন পর্ব্বত উপর।
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবর ॥

দুই মত্ত হস্তী যেন পর্ব্বত উপর।
দুইমত্ত বৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহের গর্জ্জন।
ঘনঘ হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন॥
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে চলনি তড়বড়ি॥
এইমত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিলে সব্য হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতর ঘাতে॥
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তারে পবন কুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলে বৃক্ষ।
পায়ে ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষ॥
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালি॥
অরেরে দুষ্টগণ যে কর্ম্ম করিলা।
তাহার উচিত ফল হাতেহ পাইলা॥
করযুক্ত হৈয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড়হ বলিয়া করিল নিবারণ॥
এই মন্ত্রণতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়।
সে কারণে মারিবারে উচিত না হয়॥
শল্য যেন মরিল হরিল তার জ্ঞান।
আর দুই তিন পাকে ছাড়িত পরাণ॥
শুনি ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিশেষ মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ॥
মৃতপ্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল॥
বাহু যুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥
মনুষ্যের কর্ম্ম নয় হইল নিশ্চয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
প্রাণ লইয়া পলায় যতেক নরবর।
খেদাড়িয়া পাছেহ যায় বৃকোদর॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে অবিরত॥

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনে যুদ্ধ।

অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকেঅ নুপম।
করিলেন যেন যুদ্ধ রাবণ শ্রীরাম॥
যেন বৈত্রাসুর সহ যুঝিলা বাসব।
বালি সুগ্রীবেতে কিবা গজেন্দ্র কচ্ছপ॥
নানা অস্ত্র দুই জনে দোহারে খেদায়।
দূরে রহি রাজাগণ দাণ্ডাইয়া চায়॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
একবাণে সৃজিলেন শতহ সাপ॥
মহাশব্দ আইসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস॥
হাসিয়া গরুড অস্ত্র এড়ে বীরকর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গিরাসে সুপর্ণ।
শতহ খগবর উড়েয় আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
অগ্নিতে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকেহ অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষল ধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিয়া সন্ধান।
উড়াইলেন জল অস্ত্র পার্থ বলবান॥
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
সাধিয়া আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
সুচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাঠাজাঠি শক্তি শেল মুষল মুদ্গর॥
নানা অস্ত্র ফেলে দোহে যেবা যত যানে।
মুষল ধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজো না দেখে যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত ভূপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্ম ছন্ন ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন জন।
মম ঠাঞি অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥

এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কায়।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ ॥
একা দেখি বেড়িলা হইয়া লক্ষ২।
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য ॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি দিলাম ছাড়িয়া ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কোপিত।
অরুণ নয়ন যুগ্ম ঘোরে বিপরীত ॥
অরুণ নন্দন বীর অরুণ প্রতাপে।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খান২ ॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটি ॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয় ॥
বিরথ হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নরবর ॥
কর্ণ রক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন শর বরিষণ রণে ॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঞি লাগে ॥
কারো২ অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র২ বীর হইল সংহার ॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকের বজ্রাঘাত ॥
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জ২ স্থানে২ পার্থ কাটি পাড়ে ॥
ভীষণ দশন হাতে পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গর মারে মুণ্ডে সবাকার ॥
নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সবে গড়াগড়ি বুলে ॥
লক্ষ২ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ২ কত পড়িল পদাতি ॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধু জল।
দুই ভাই রাজাগণে মিলিল সকল ॥
রক্তের রহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্ত মাংসাহারী ধায় ঘোর রব করে ॥

বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজাগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন ॥
এত বলি নিবর্ত্ত হইল রাজাগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয়২ দিয়া করে আশীষ বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীদাস কহে পরলোক উপকার ॥

যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজাদিগের পলায়ন।

দশ২ যোজনে চৌদিকে হৈল খেদা।
আড়ে দীর্ঘে শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা ॥
দ্বিজ মার২ বলি পূর্ব্ব শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনশ্বাস যায় শীঘ্র চলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে নাহি লয় তুলি ॥
ফেলে চম্পক ডুকা যে স্কন্ধে হৈতে ছাতা।
মৃগচর্ম্ম ফেলি কেহ ছিঁড়ি ফেলে পৈতা ॥
বায়ুবেগে ধায় সবে পাছু নাহি চায়।
লক্ষ২ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পলায় ॥
পশ্চাৎ হইল যুদ্ধে ক্ষত্র ভঙ্গিয়ান।
বর্ণনে না হয় রাজাগণ অপমান ॥
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজাগণ ॥
যে দিগে পারিল যাইতে গেল সেদিগে।
পলায় পশ্চিমবাসি রাজা পূর্ব্বভাগে ॥
উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল ॥
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিগে পাইল ॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ।
এক ঠেলি আরে যার যেই বলবন্ত ॥
মৃত উষ্ট্র পদতলে যায় কোন জন।
হস্তীর উপর দিয়া রথের গমন ॥
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।
অবস্থা হইল যত কি কব তাহার ॥
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল।
স্থানে২ পর্ব্বত আকার সব হৈল ॥
এক পদ কাটা কারু কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হৈয়াছে কুব্জ ॥
সর্ব্বাঙ্গে বাহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশে উলঙ্গ শ্রবণ কাটা কার ॥
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥

ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজ দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥
দ্বিজেরে ক্ষত্রিয় ভয় ক্ষত্র দ্বিজ ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥
তুলিয়া লইল ছত্র দণ্ড কমণ্ডল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥
প্রাণের ব্যগ্রেতে কেহ ডুবি রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে বৈসে কেহ বৃক্ষডালে॥
মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে।
দশ যোজন গিয়া কেহ ভয়ে স্থির নহে॥
ভাঙ্গিল রাজার ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির॥
পঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদ নগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধুজন করে পান॥

পঞ্চাল হইতে কুরুগণের প্রস্থান।

আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা শ্রীজনমেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়॥
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা।
পৃথিবীর রাজা সব মিলেছিল তথা॥
অসঙ্খ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না যায় গণন।
সকল দলিল মাত্র ভাই দুই জন॥
না চাহি দ্রুপদ ভূপে হেন অবিহিত।
ক্ষত্র হৈয়া পলাইল রণে পাইয়া ভীত॥
সমূহ ক্ষত্রিয় মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে।
কি বুঝিয়া পলাইয়া গেল কি প্রকারে॥
কেথো গেল ধর্ম্মরাজ দুই মাদ্রীসুত।
কোথা গেল যদুবংশ শ্রীরাম অচ্যুত॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পঞ্চাল নগর।
কি মতে রহিল কুন্তী কুম্ভকার ঘর॥
কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ কুরুরাজ।
যখন বেড়িল আসি ক্ষত্রিয় সমাজ॥
করিল অনেক যুদ্ধ দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যজিৎ শিখণ্ডী সংহতি॥
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম।
বিরাট শিখণ্ডি যুদ্ধ লোকে অনুপম॥
তিন অক্ষৌহিণী দল কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ॥
জরাসন্ধ সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক সংহতি॥
দুর্য্যোধনে ডাকিয়া বলেন দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি কার্য্য॥
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ সবার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় বিহিত॥
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হৈলে কভু জয় নহে॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বলবান।
দুষ্ট কর্ম্ম ভাল নহে তার বিদ্যমান॥
গরুড় আরূঢ় হয়ে আছেন শ্রীপতি।
তাঁর বলে যুঝে সেই হেন নর মতি॥
যাবৎ না হন ক্রুদ্ধ দেব হৃষীকেশ।
চল ভালে প্রাণ লইয়া যাই দেশ॥
ভীষ্ম যাহা বলিলেন হইল বিদিত।
কুন্তী পুত্র পার্থ এই জানহ নিশ্চিত॥
অচল পর্ব্বত প্রায় দাঁড়াইয়া আছে।
কার শক্তি নাহি যে যাবেন তার পাছে॥
মনুষ্য কাহার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ।
কার শক্তি নিবারয়ে এতেক বিপক্ষ॥
শরদের মেঘ যেন উড়ায় পবনে।
বড়হ রাজগণ ভঙ্গ দিল রণে॥
ভীষ্ম বলিলেন দ্রোণ যাইব কেমনে।
লক্ষরাজা বেড়িলেক একেক ব্রাহ্মণে॥
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু সদা ত্যজে প্রাণ।
হেন নীতি শাস্ত্র কহে আগম পুরাণ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণ আজি মারি রাজাগণে॥
তোমারেহ হেন কর্ম্ম না হয় আশ্চর্য্য।
প্রাণপণে করে লোক স্বজাতি সাহায্য॥
হের দেখ হীনাস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ॥
প্রাণপণে ধাইতেছে জাতির কারণ॥
দ্বিজ নহে এ যদি সে কুন্তীর নন্দন।
সঙ্কটে রাখিয়া যাই করিয়া কেমন॥
দ্রোণ বলে একা পার্থ হয় ইথে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থের বিক্রম॥
এই যে অর্জ্জুন রণে করে পরিশ্রম।
হেন দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণ যম॥
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার।
এই স্থানে রহিয়াত ভদ্র নাহি আর॥

হের দেখ বেগে আইসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে এই বীর বৃকোদর ॥
জানি আমি ভীমতে তাহার চরিত।
নাহি পরাপর জ্ঞান বুদ্ধে বিপরীত ॥
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি জান ভীমা।
পিতামহ বলিয়া না করিবেক তোমা ॥
জতুগৃহে পোড়াইলা সেই ক্রোধ আছে।
হের দেখ এই দিকে আইসে হাত গাছে ॥
চল শীঘ্র না হলে হইবে পরমাদ।
বুঝি বৃক্ষ বাড়ি এবে খাইতে আছে সাধ ॥
চলিলেন ভীষ্ম শুনি দ্রোণের বচন।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্যগণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে শুনে সব পুণ্যবান।

নগর রক্ষার্থে দ্রৌপদীর
শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি।

ভীমের ভৈরব নাম ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যায় যে যগান্ত সমবর্ত্তী ॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ যায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত ॥
হেনকালে আইল পুরের এক জন।
দ্রৌপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
দেখ সৈন্য ভঙ্গ যেন সিন্ধু উথলিল।
নগরের পুর ঘর সকল ভাঙ্গিল ॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এতক্ষণ ॥
ধনে প্রাণে রাজ্য দেখ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত ॥
শুনিয়া কাতরা হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
জন কর ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী ॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
কাজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ ॥
আপনার প্রাণ রাখহ পুত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা ॥
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ সবার বিদিত ॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে নালাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তাঁর আগে ॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণবাণী।
বহুতেক কহিয়া পাঠাইল যজ্ঞসেনী ॥
চলি যাহ পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য সাগরকে করিবে নিবারণ ॥
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয় সমুদ্র ॥
আপনার প্রাণ রাখহ পুত্রজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহায্য কারণ ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে বুড়া মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ ॥
হেন প্রাণ রখি আর কোন প্রয়োজন।
কোন লাজে লোকে দেখাইব এ বদন ॥
মারি কি মরিব আজি করিব সমর।
তুমি যাহ রাখ গিয়া আপনার ঘর ॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু না লঙ্ঘিব যে আমি কৃষ্ণা যাহা কহে ॥
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী ॥
কৃষ্ণা যে কহিল যুদ্ধ করিতে বারণ।
তোমা সবা কহি আমি তথির কারণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল তোমরা যাহ ঘরা।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর ॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে ॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে করিহ বিরথি ॥
গদার প্রহারে তারচূর্ণ কৈল জ্ঞান।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদ নন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে পশি রখিল জীবন ॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি সে কিবা হৈল বুদ্ধি মম বাপ ॥
না জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ মাতৃগণ।
না জানি কি হইল রাজ্যের প্রজাগণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দহ দেবী কারে তব ভয় ॥

কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয়পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ মহাবিপদ সিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দের স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হেরুক আপদহন্তা সবাকার তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
তাত মাতা রাখ মম রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মম যত প্রজাগণ॥
তুমি যদি সত্য পাল আমি তবে সতী।
সবা জিনি মোরে লউন দ্বিজ মম পতি॥
দ্রৌপদীর বিপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলেন তুলিয়া বামহাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বলেন পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপু সৈন্য॥
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজাবৃন্দ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন করি রাখ সব পঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দ চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলয়ে সংসার॥
এ মহা সঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন বেলা তার তুমি হবে সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব এই সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
তাঁহার বচন কেবা লংঘিবারে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম॥
পৃথিবীর লোক যদি হয় একত্রিত।
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন কারণ।
পঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল।
রক্ষা হেতু গেল সবে নগর পাঞ্চাল॥

অস্ত্র শস্ত্র হাতে প্রতি ঘরে প্রতিজন।
প্রজাগণ রাখিল নিবারি সৈন্যগণ॥
কুন্তীর বসতি কুম্ভকার কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু যায় শ্রীরাম গোপাল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে জয়ী ও দ্রৌপদী প্রাপ্তি।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিলা সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরেং গেলেন ভার্গব কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাৎ চলে দ্রুপদনন্দিনী।
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হব চিন্তে দুই জন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেন দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমন অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখিয়া।
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে॥
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ কালি সবে করিব মিলন॥
অনেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোহা সংহতি।
চিনিলে কি এই দোহে হয় কোন জাতি॥
কিবা দৈত্য কিবা দেখ রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোহে কোন দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম্য বাক্য শুনি তবে ভীত হৈল মনে।
দোহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল॥

গুপ্ত বেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘেরে অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গব গৃহে মিলন তথাই॥
এথা কুম্ভকার গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দিয়া ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে॥
এতক্ষণ না আইল কি হেতু কি জানি।
কার সহ দ্বন্দ ভীম করেছে আপনি॥
চতুর্দ্দিকে শুনি যে সৈন্যের কোলাহল।
দ্বিজগণ মার মার করিছে সকল॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে॥
এই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্ট চিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর॥
আজি মাতা সমস্ত দিবস দুঃখ পাইলা।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী।
সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলেন বাঁটিয়া লহরে পঞ্চভ্রাতা॥
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবি গেল মম ক্ষুধা॥
আইস আইস পুত্র মম প্রাণধন।
নিকটেতে আইস দেখি সবার বদন॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইল বাহির।
একে২ চুম্ব দিল সবাকার শির॥
সবাকার পশ্চাৎ দেখ দ্রুপদনন্দিনী।
পূর্ণ শশধরমুখী মৃগেন্দ্র গামিনী॥
তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চসুতে।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে॥
ভীম বলে জননী গো দ্রুপদদুহিতা।
একচক্রা নগরে শুনিলা যার কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্নপানী॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি এ কথা অগ্রে জানি নাই॥
কেন হেন বলি পুত্র কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বঁটি খাও পঞ্চজন।
কি মতে আমার বাক্য করিবা লংঘন।
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠিরে অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর।
শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর॥
পুত্র হৈয়া আমা বাক্য লংঘিবা কি মতে।
না লংঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যে মতে লংঘন তাত নহে মম বাণী॥
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী।
বুঝিয়া বিধান মত করহ আপনি॥
এত বলি কান্দেন যে অর্জ্জুনজননী।
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হইল স্মরণ॥
একচক্র নগরে বলিল ব্যাসমুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজ কন্যারে কহিলা শূলপাণি॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন॥
ভাবী জানি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে খণ্ডন॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্মনরবরে॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা যে ভ্রষ্ট॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি॥
ডাকাইয়া আনিল ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়॥
লোকে বেদ নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে তোমার॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তরে আমার শাস্ত্রেতে যেন আছে॥
পার্থ বাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকার শালে তবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুম্ভকারালয়ে কৃষ্ণ বলরামের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুই জনে ॥
শুনি শূরসেন সুতা করিলেন কোলে।
দোহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি।
হাপুতির পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
আজিকার রাত্রি মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বৎসরের কষ্ট আজি গেল তাত ॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি ॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা ॥
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশে দেশ।
দ্বাদশ বৎসর মম না করে উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণ বলিলেন পিতৃস্বসা ত্যজ তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পাপতাপ ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাত দিন অন্ন জল না ছুলেন পিতা ॥
আমারে যে পাঠালেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিছেন অশ্রুজলে ॥
শত্রু ভয়ে তোমার উদ্দেশ না লইল।
মম আত্মা সকল তোমার প্রতি ছিল ॥
শোক না করহ দেবী দুঃখ হৈল শেষে।
কালি কিম্বা পরশু চলহ নিজ দেশে ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্ম পাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ ॥
শ্বশুর উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন ॥
স্নেহভাবে দোহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণে দোহা মুখে না সরে বচন ॥
তবে পঞ্চ ভাই রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার ॥
বনেং দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ ॥
একেং কহেন সকল বিবরণ।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকীনন্দন ॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ ॥
যদি প্রাতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তার করিব সংহার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দামোদর।
কি মতে জানিলা আমি কুম্ভকার ঘর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই।
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতি মাঝে নাই ॥
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্য করিতে নাপারে।
এতে জানিলাম আমি আছ এই ঘরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত।
তেঁই আজি নয়ন দেখিল জগন্নাথ ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার ঘরে ॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আইসে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥
সপ্তবংশ সহ আদি যজ্ঞসেন সখা।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয় মানি ॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন।
বিদায় হইয়া যায় রাম নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রৌপদী হেতু দ্রুপদের বিষাদ।

এথা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে যত অন্তঃপুর জন ॥

হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে, ধর্ম্ম দেখি কৃষ্ণা মম কোথা॥
হরি২ বিধি মম হৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষবিদ্ধা ব্রাহ্মণ কুমার॥
এক দ্বিজে বেড়িছিল যত রাজগণ।
কহ পুত্র সংগ্রাম জিনিল কোন জন॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ম্বর॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল॥
কহ বাপ কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন মুখে আইলা এথায়॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়॥
শুনি কহ২ বলি উঠিল রাজন।
কি মতে হইল সত্য ব্যাসের বচন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে অবধানে শুন পিতা।
কহনে নাযায় সেই ব্রাহ্মণের কথা।
শতপুত্র করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার।
হাতে বৃক্ষ আইল যেন বজ্র হস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ॥
এই মত যুদ্ধে তাত হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী॥
এদোহার সঙ্গে তাত আর তিন জন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন।
ভার্গবের কর্ম্মশাল আশ্রমে আছিল।
পাঁচ জন তিন লয়া তথায় চলি গেল॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায়॥
কত রাত্রে যাম দোহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয় ভাষে॥
আশে পাশে ডাকিয়া আনহ প্রার্থিগণ।
উপবাস অতিথি থাকয়ে কোন জন।
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষে থাকে।
দুইভাই করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পাঁচভাগ কর॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিম্বা থাকিবে নিদ্রায়॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষে যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মম মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মম ক্রোধ।
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ॥
মাতা বলে খাও আজি মম দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী আজি নারাখিলা মণ্ড॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবাকার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পাঁচ ভ্রাতার শয্যা হৈল পদনীচে তাঁর॥
সবার চরণ অলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদীগুণবতী॥
শুইয়া সে সব তারা কহিল কথন।
তাহে জানিলাম স্পষ্ট নহিল ব্রাহ্মণ॥

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥
পূর্ব্ব ভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়॥
কুমারের শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তাঁরা হয় কোন জাতি ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির চাহিয়া বলেন দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি ॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবা ভঞ্জন।
পরিচয় ইচ্ছে তব দ্রুপদ রাজন ॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল ॥
কুরুবংশে পাণ্ডু রাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্র কন্যা দিব চিন্তিল অন্তর ॥
গৃহদাহে মাতা সহ গেল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা কহে প্রত্যয় না যাই ॥
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ কৈল পণ।
বিনাপার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্য জন ॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ ॥
ধর্ম্ম বলে পরিচয়ে কোন প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ কৈলে পণ।
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি আর জাতি বর্ণ জিজ্ঞাসিয়া ॥
পুরোহিত বলে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীতি করহ রাজারে ॥
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীন জাতি জন কি বিন্ধিতে লক্ষ পারে ॥
শুনি পুরোহিত গিয়া রাজারে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া ভূপতি চিন্তিল ॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয় খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া ॥
পুত্র পাঠাইল অগ্রসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ॥
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশক্রীড়া বেদ বিদ্যা পুরাণ গঠন ॥
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুই ভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে ॥
নট নটি নৃত্য করে গায়েন সুস্বর।
বৃষ অশ্ব রথ সাজাইয়া করিবর।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে ॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চড়িলেন গিয়া ॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গলধ্বনি ॥
দুই ভিতে নানা রত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না তিষ্ঠিল ভাই পঞ্চজন ॥
বিচারে জিনিল যত বিদ্যারম্ভ জনে।
ভাঙ্গিল ধনুক গুণ গুণ টঙ্কারণে ॥
পাণ্ডবের কর্ম্ম দেখি সবার সংশয়।
লোকে বলে ছদ্ম দ্বিজ মনুষ্য এ নয় ॥
যথায় বসিয়া আছে রত্ন সিংহাসনে।
পাত্র মিত্রগণ আছে তাঁর সন্নিধানে ॥
দিব্য রাজাসনে বসিলেন পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ ॥
কুন্তী সহ দ্রৌপদীরে অন্তপুরে নিল।
যত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদের পরিচয় লওন।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্র মিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত ॥
পঞ্চজন চক্ষুমুখ করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন ॥
কে তোমরা বাস কোথা কহ সত্যবাণী ॥
কাহারে জনক বল কাহারে জননী ॥
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেব তুল্য পঞ্চজনে ॥
রূপে পাঁচ জনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ॥
কিবা ইন্দু ইন্দ্র কাম অশ্বিনী কুমার।
ইহা মধ্যে হবে চিত্তে হয়েছে আমার ॥
পার যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য ক্ষম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মনান্তর ॥
এত শুনি বলেন ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজল জলদ যেন বচন গম্ভীর ॥

আমরা যে পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কন্যা সহিত পার্শ্বতী॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আইসে ভাষ॥
কদম্ব কুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একেং সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন॥
রাজা বলে পুর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পুরি হইল॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জোগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিত্তে॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ মহারাজ।
নাহি ধর্ম্ম ভয় নাহি লোক ভয় লাজ।
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে॥
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জোগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া করেন মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার।
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন ভাই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত ভূপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর॥
বহু পতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি।
লোক বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি॥
পূর্ব্ব সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিক সব তাহা না আচরে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্বে সাধুগণ পথ কে করিবে আন॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ বচন।
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন॥
লোক মত ধর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুগণ বাক্য না করি অন্যথা॥
লোক মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লংঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি দেবতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত দ্রুপদ।
অধোমুখে বৈসে নাহি নাড়ে হস্ত পদ॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবৎ।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিদিগের আগমন।

অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু করিল গমন॥
শিষ্য সহ আইলেন মুনি পরাশর।
যমদগ্নি জৈমিনী শ্রীঅসিত দেবর॥
কৌণ্ডমুনি মাণ্ডব্য ভার্গব জরদ্গব।
গর্গমুনি পর্ব্বত অগস্ত্য জলোদ্ভব॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য ষষ্ঠী সহস্র আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসিয়া দ্রুপদেরে শুনায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি।
অগ্রসরি প্রণমিল ভূমে শির লুটি॥
অগ্রেতে সংগ্রহ কার আছিল রাজন।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যে উহাতে দাণ্ডাইল পঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইলা হেথায়॥

আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবা বিধান সেইমত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ এক পথ॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি হইবে।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কে ঘুচাবে॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
পঞ্চ দ্রৌপদীর পতি বিধির লিখন॥
সৃষ্টি স্থিতি গোচরে দেখিতেছে সর্ব্বদা।
পঞ্চপতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে শুন নাহি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে॥
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কেন কর কহ ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জারি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্ব কথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা॥
যত দ্বিজগণ তিনি করান অধ্যয়ন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে গুরু কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিবা দ্বিধা কহে বেদের বচন॥
লোক বেদ হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি মানি।
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী॥
জননী আমার আজ্ঞা দেন এই মত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অদ্য ভিক্ষা যত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি রয়।
এক কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় ভয়॥
সে কারণে বুঝি এই হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
বিশেষ খণ্ডিতে নারী মাতৃবাক্য ব্রহ্ম॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লংঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥
বেদ শাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিম্বা অন্য জনে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে॥
কে লংঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পঞ্চাল ভূপতির॥
পুনঃ২ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈল আজি নিতান্ত জীবন॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরু মধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি॥
লোকে বেদে যদি বলে নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে।
কাহার আছয়ে শক্তি কে তাহা দূষিবে॥
হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দি সব চরণ মুনির॥
ব্যাসের চরণে ধরি স্বকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যা বাক্য ভয়॥
যেই বোল যুধিষ্ঠির বলে এই কথা।
যেনমতে মম বাক্য না হয় অন্যথা॥
মুনি বলেন ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলংঘ্য তোমার বাক্য নহিবে লংঘন॥
ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি॥
রচিয়া মৃত্তিকালিঙ্গ বন পুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতি তলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চানন বলে॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোক বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামিবর তুমি যে মাগিলা পাঁচবার॥
অকারণে কন্যা আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন॥
হইবে তোমার স্বামী পাঁচ মহারথী।
তথাপিহ ক্ষিতী মধ্যে বলাইবে সতী॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র॥
এতবলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর॥

পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশী রাজালয়ে॥
সেই জন্মে পতিহীন যৌবন সময়ে॥
না হইল বিবাহ যৌবন কাল গেল।
আপনারে তিরস্করি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ॥
নিকটে আইল সবে দেখিতে অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনী যুগ্ম সুত॥
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ।
এমত কঠোর তপ এনব যৌবন॥
স্বামী ইচ্ছা তপস্যায় কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা ধর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঁ চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল।
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয় কথা জানি পঞ্চজন।
পঞ্চ জন বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥
এতবলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদী॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনেয় পঞ্চজন।
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা কহিশুন পূর্ব্বের আভাষ॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণীর না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হইল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুদ্ধি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লংঘিতেছ ইহা বা কেমন॥

শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্পণ এই কায॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে বায়ু হৈতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়ি পত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখ সাতে এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তাপপিহ তোমার উপরে অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী স্থানে যান যজ্ঞ সম্বারিয়া॥
যম প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক পদ্ম দেখে গঙ্গা জলে॥
সহস্রং পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
তম্মধ্যে কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে॥
তদন্ত আনিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্ম পাঠায় ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুই জন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনী নন্দন॥
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয় গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী॥
তার অশ্রুজলে হয় কনক কমলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে॥

কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাজিল দেবরাজ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কায ॥
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
নিধুম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর ॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দে হস্তিহাত ॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী ॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার সুখ জন্ম তপস্বিনী ॥
মোরে হেন কহিতে তোমার না যুয়ায়।
পাপ চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায় ॥
এইমতে আমারে কহিল চারি জন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কহন ॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায় ॥
কন্যার সংহতি গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত উপরে দেখ পুরুষ সুন্দর ॥
কেতকী বলিল দেখ আমি তপস্বিনী।
এক জন আমারে বলে উপহাস বাণী ॥
শিব বলিলেন মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে ॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগূঢ় বন্দী আছয়ে অপার ॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকে দেখে চারি জনে।
দেখিয়া হইল ভয় সহস্রলোচনে ॥
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে।
তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বর দিল পরে ॥
আমার তোমার বাক্য হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এই চারি দোষ ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিব বাসব ॥
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ ॥
কহিলেন সকল কেতকী বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী ॥
পঞ্চজন জন্ম গিয়া হৈয়া নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভাগিনী ॥
তোমা সবা প্রীতি হেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয় দর্প নিঃশেষ করিব ॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনী ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুনর ॥

কেতকীর পূর্ব্বের বিবরণ কথন।

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকী তপস্বী কি কারণ ॥
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি।
ইহার তদন্ত মোরে কহ মহাঋষি ॥
অগস্ত্য বলেন শুন তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিলা তেঁহ দক্ষের নন্দিনী ॥
না করিল বিবাহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
হিমালয় মন্দিরে হরেরে নিবেদিল ॥
তোমার নিলয়ে আমি তপস্যা করিব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয়ে থাকিব ॥
হর বলিলেন থাক এই গিরিপুরে।
আমার নিকটে থাক কি ভয় তোমারে ॥
পুরুষ হইয়া তোরে যে করে সম্ভাষ।
শীঘ্র তুমি তাহারে আনিবে মম পাশ ॥
হরের আশ্বাস পাইয়া কেতকী রহিল।
একাসনে ধেয়ানেতে জন্ম কাটাইল ॥
দৈবে এক দিন তথা আইল সুরভী।
পাছে যায় ষণ্ড দেখি ঋতুমতী গাভী ॥
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভীর পাছে।
ষণ্ডেং মহ যুদ্ধ কেতকীর কাছে ॥
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখি সুরভীর সঙ্গে ॥
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষৎ হাসিল।
কেতকী হাসিল তাহা সুরভী জানিল ॥
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হৈল তাপ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া গোমাতা তাহারে দিল শাপ ॥
নাহিক ইহাতে লজ্জা গরু জাতি আমি।
নরযোনি হৈয়া তোর হবে পঞ্চস্বামী ॥
পুনঃং জন্ম তোর হবে নরযোনি।
দুই জন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিণী ॥

তৃতীয় জন্মেতে হবে স্ত্রী পঞ্চজন।
পাইলে লক্ষ্মীর সঙ্গ হবে বিমোচন।
এক জন অংশে তারা হবে ইন্দ্রজন।
ভেদাভেদ নহিবেক সবে এক মন॥
কেতকী পুছিল তারে করি যোড়হাত।
অল্প দোষে এত বড় শাপিলা নির্ঘাত॥
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।
এক অংশে কাহারা হইবে পঞ্চজন॥
শাপ দিলে কবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই।
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই॥
সুরভী বলিল শুন তাহার কারণ।
একা ইন্দ্র অংশেতে হইবে পঞ্চজন॥
বৃত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিবেক সকল ভুবন॥
ইন্দ্র দেবরাজ যবে তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে অনল হইল॥
আজি সংহারিব ইন্দ্রে দেখ সর্ব্বজন।
নহে মম তপ ব্রত সব অকারণ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কি মতে বহিছে ধর্ম্ম ও পাপীর ভার॥
ত্রিশিরস পুত্র মম তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী কারে না হিংসিল॥
হেন পুত্র মারে মম দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া তবু করিল সংহার॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর যায় ক্রোধ ভরে॥
দুই পাটি দন্ত ঘন করে কড়মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভরড়॥
বায়ু বলিলেন ইন্দ্র নিশ্চিন্ত আছহ।
ক্রোধান্বিত ত্বষ্টামুনি আইসে দেখহ॥
করে কর কচালে উরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ মড়চড়॥
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়।
সঘনে গর্জ্জয়ে যেন ঘন গড়গড়॥
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন গুলি চড়চড়॥
ঘনঘ জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়মড়॥
মম বাক্যে সুরপতি বাহনে না চড়॥
অগ্রে হৈয়া অর্দ্ধপথে পায় গিয়া পড়।
দুই হাত বান্ধি তার চরণেতে পড়॥
গলায় কুঠার বান্ধ দন্তে লহ খড়॥
পলাহ নতুবা শীঘ্র আইসে নিয়ড়।
রহিলে নাহিক রক্ষা কহিলাম দড়॥
শুনি ইন্দ্র ভয়ে আত্মা করে ধড়ফড়।
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য হৈল যেন জড়॥
কোথায় লুকায় হেন না দেখি আহড়।
আনিবারে কৈল আজ্ঞা যত হস্তি মুঢ়॥
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড়হ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া রাখিল যেন গড়॥
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব রক্ষা পাব গেলে কার পাশ॥
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারিজন।
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমাপন॥
পঞ্চ ঠাঁই পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর॥
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঁই॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই॥
হেনকালে উপনীত ত্বষ্টা মহ ঋষি।
দৃষ্টিমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি॥
ইন্দ্র ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে॥
কেতকীর প্রতি তবে সুরভী বলিল।
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চ ঠাঁই হৈল॥
সেই পঞ্চ অংশ হৈতে হৈল পঞ্চজন।
তুমি তার ভার্য্যা হবে না যায় খণ্ডন॥
কেতকী বলিল কহ শুনি গো জননী।
কি মতে পাইল প্রাণ পুনঃ বজ্রপাণি॥
গাভী বলে ত্বষ্টা ইন্দ্র করিয়া সংহার।
আপনি লইল স্বর্গে ইন্দ্রের যে ভার॥
দেবগণ দিয়া তবে বলিলা ব্রহ্মারে।
ইন্দ্র বিনা থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে॥
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগর।
নৃত্য গীত নাহি করে অপ্সরী অপ্সর॥
অনুক্ষণ হইল অসুর উপদ্রব।
এই হেতু রহিতে না পারিলাম সব॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে॥
ইন্দ্রত্ব লইয়া মুনি করে ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হইল সর্ব্ব রাজ্য॥
মুনি বলে ইন্দ্রত্ব কি মম প্রয়োজন।
তপ জপ ব্রতে মম যায় অনুক্ষণ॥
যাহার ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা লউক এখন।
ত্বষ্টার এ কথা শুনি বলে তপোধন॥

ইন্দ্রেরে সৃজিল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব করিবে কোন জন ॥
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবা তুমি।
ক্রোধ ত্যজি বাচাইয়া দেহ বজ্রপাণি ॥
বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন তপোধন ॥
ইন্দ্র ভস্ম যে ছিল অগ্রেতে আনি দিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তারে জীয়াইল ॥
হেনমতে দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ।
তোমারে কহিলাম এ কথা পুরাতন ॥
এত বলি সুরভী গেলেন নিজ স্থান।
চিন্তিয়া কেতকী চিত্তে করিছেন ধ্যান ॥
গঙ্গাকুলে বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে দিব্য হয় তথা কনক কমল ॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবতা কহিল ॥
যে বলে অগস্ত্য এই কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ ॥
শীঘ্র কর শুভকর্ম্ম সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্প বৃষ্টি করে ঝাকেঝ ॥
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য আভরণ।
কেয়ুর কুণ্ডল হার বলয় কঙ্কণ ॥
অম্লান অমল পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনা সমাজ।
হেনকালে আইলেন রাম নারায়ণ ॥
দ্বারিকা নিবাসি যত স্ত্রী পুরুষগণ ॥
বিবাহ মঙ্গল দ্রব্য বাসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ লইয়া আইল গরুড়ে চড়িয়া ॥
আইল দেবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্ববতী ॥
লক্ষ্মণা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর যত যদু নারী কে করে গণন ॥
নানা রত্ন আনিল ভূষণ অলঙ্কার।
দশ কোটি অশ্ব দশ কোটি রথ আর ॥
দশ কোটি মাতঙ্গ বৃষভ অগণন।
উট রথ শকটে শকটে পুরি ধন ॥
সকল দিলেন কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
যুধিষ্ঠির অপার আনন্দ যুক্ত মনে ॥
মাতুলি মাতুলে প্রণমিল পঞ্চজনে।
একেং সম্ভাষয়ে যত যদুগণে ॥
নিকটের রাজাগণ পাইয়া বারতা।
বিবাহ সামগ্রী লৈয়া শীঘ্র আইল তথা ॥
যার যেই সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন।
আদরে করিল পূজা দ্রুপদ নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান ॥

পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল তথায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পঞ্চালের রায় ॥
পঞ্চ ভাই বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিঠালি গন্ধ দিল প্রতি জনে ॥
পঞ্চ তীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল ॥
বিবাহ মঙ্গল মত্ত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্ত বন্ধন যে করি ॥
পঞ্চজন অগ্রে দেবী মধ্যে বসাইল।
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্ত বন্ধন করিল ॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ ॥
নকুল নাম অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চ জন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট ॥
দুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলু হুলি মঙ্গল করয়ে সব নারী ॥
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন ॥
কল্যাণ করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন ॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য ॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান ॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি ॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দ জলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসন পূজিল বিশেষে ॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন দেশে কোনভাবে আছে তারা কোথা ॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত ॥

হাহা কুন্তী হাহা ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠীর ।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর ॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া ।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়া ॥
হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হও পুল্লতাত ॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল ।
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসি ছিল ॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী ।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী ॥
আমিহ ছিলাম সব কুটুম্ব সংহতি ।
শুভ কর্ম্ম সমাপিয়া যাই দ্বারাবতী ॥
শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইয়া ।
গোবিন্দ চরণে ধরে ভূমে লোটাইয়া ॥
এ কথা এক্ষণ হরি না কহিও আর ।
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে ।
সবে পলাইয়া আইল পাণ্ডবের ডরে ॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে ।
এক লক্ষ ভূপতি জিনিল অবহেলে ॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান ।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥
বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি আইল ।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে পাইল ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর ।
অগ্রসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর ॥
নানা রত্ন ফেলে দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া ।
অগ্রসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া ॥
বিদুর বলিল রাজা এথা বধূ কোথা ।
যুধিষ্ঠীরে বরিলেক দ্রুপদ দুহিতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে ।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে ॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠীর ।
শুভ বার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর ॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা ।
কার ঠাই পাইলা হে এ সব বারতা ॥
বিদুর বলিল কৃষ্ণা করিল লক্ষণ ।
লক্ষ বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন ॥
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব ।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব ॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া ।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া ॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি ।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী ॥
এত বলি বিদুর গেলেন নিজস্থান ।
অধোমুখে অন্ধরাজ মনে করে ধ্যান ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনাদির স্বদেশে আগমন ।

বার্ত্তা উপরান্তে তার তৃতীয় দিবসে ।
দণ্ড ভয় দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে ॥
যাবার সময়ে গেল দশ অক্ষৌহিণী ।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীতে আইল নৃপমণি ॥
কার রথে নাহি ধ্বজা দন্তাদন্ত কাটা ।
কার ক্ষত পদাতি কবচ বোচা ঠুটা ॥
কারু মুখে নাহি কথা মুখ অতি ম্লান ।
নাহিক চামর ছত্র নাহি চিহ্ন বাপ ॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল ।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত যুধিষ্ঠীর সহিত মিলিলা ।
হুলাহুলি করিয়া সম্প্রীতে বিয়া দিলা ॥
কি রূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন ।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমৎকার ।
জানিল ব্রাহ্মণ নহে পাণ্ডুর কুমার ॥
কর্ণ বলে কি কথা কহিলা মহাশয় ।
হেন বাক্য কিমতে স্ফুরিত মুখে হয় ॥
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ।
আমি দেখা পাইলে কি জীবে পঞ্চজন ॥
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে ।
দ্বিজ বধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে ॥
তখন জানিতাম যদি মারিতাম প্রাণে ।
পাণ্ডু পুত্র বলে শুনি তোমার বদনে ॥
দুর্য্যোধন বলে ইহা জানিবে কেমনে ।
এতকাল জীয়ে আছে পাণ্ডু পুত্রগণে ॥
বিক্রি পুরোচন মৈল ভালে পুড়ি ।
কি করিল কার্য্য লজ্জা কৈল ক্ষিতি যুড়ি ॥
এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায় ।
শিয়রে আইল শত্রু শমনের প্রায় ॥
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে ।
পশ্চাতে ইহার জন্যে অনর্থ হইবে ॥
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে ।
নিভৃতে রহুক গিয়া পঞ্চাল রাজনে ॥

সহস্রেক রথ দিব সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি॥
সখ্য করে ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র হয়।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডব মারয়॥
নতুবা পাঠাই এ স্বরূপ নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন॥
দ্রৌপদীরে তাহারা করুক অনাদর।
তবে ক্রোধে করিবে দ্রুপদ নরবর॥
নতুবা সুহৃদ দ্বিজ তথাই পাঠাই।
প্রকারেতে ভেদ করাউক পঞ্চভাই॥
পঞ্চ ভাই তারা যদি বিচ্ছেদ করিব।
কোন ছার পাণ্ডুপুত্র নিমিষে মারিব॥
নতুবা বাউক এক অন্তঃপুর লোক।
সবার অগ্রেতে কান্দি কহে পূর্ব্ব শোক॥
তবে তারে পাণ্ডুপুত্র করিবে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের কে যাইবে সাত।
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি মনে লাগে যতেক কহিলে॥
দ্রুপদের রাজ্যে যত্নে লোভ করাইবে।
ত্রৈলোক্য পাইলে সেহ না ত্যজে পাণ্ডবে॥
একেত জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট॥
সুহৃদভেদী দ্বিজ দ্বারা কি করিতে পারি।
ভেদ না হইবে পঞ্চ স্বামী এক নারী॥
ভীমেরে মারিতে পারে আছে কোনজন।
কত না করিলে গৃহে আছিল যখন॥
বিষ দিলা নানা অস্ত্র গর্ত্ত খান ছিলা।
অবশেষে জতুগৃহে দাহন করিলা॥
কিছু না হইল যত করিলা উপায়।
এক্ষণে হইল তার অনেক সহায়॥
নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঞি।
চক্ষুকোনে পরস্ত্রী না দেখে পাঁচ ভাই॥
যতেক উপায় বল নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যদুবলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নরবর।
সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর।
এ বিচার করিতে তোমার যোগ্য দেখি।
কিন্তু ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি॥
সে সবার মত দেখি কি করে যুকতি।
এত বলি সবাকে আনিল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি।

রাজার আদেশে আইল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধি বলে খ্যাত ত্রিভুবন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠ তাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তী সাত॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুত ইহার আমি না বুঝি কারণ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমিত সবার স্থানে নাহি করি দোষ॥
তবে কেন গুপ্তরূপে পঞ্চালে থাকিয়া।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তবে গঙ্গার কুমার॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবেতে পাণ্ডব।
তুমি তারে পুত্রাধিক করিতে গৌরব॥
কি বুদ্ধি হৈল তোমার না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ॥
না জানি যে তথায় কি কৈলে পুরোচন।
জতুগৃহ দগ্ধ হৈল বলে সর্ব্বজন॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহাতে অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পুর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন॥
আমি একা নাহি বলি সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার॥
যেন কুন্তি তেন বধূ গাঙ্গার নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে জানি॥

ইথে ভেদাভেদে ভদ্র নাহিক রাজন।
পাণ্ডুপুত্র সহ তবে দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
তার পিতা ছিল অগ্রে পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন জন।
তব হিত হেন তেঁই বলি এ রাজন॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া তবে হবে যত যশ॥
কীর্ত্তি রাখ ভূপতি হে কীর্ত্তি বড় ধন।
অকীর্ত্তিতে অভাজন জীয়ন্তে মরণ॥
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্ব গুণবান তুমি যেন কল্পতরু॥
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রগণ॥
সে কারণে হিত কথা চাহি কহিবারে।
শুনহ ক্ষত্রিয় গণ মম যে বিচারে॥
ধর্ম্ম অর্থ যশঃ শ্রেয় সবার কল্যান।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ জন এক পাঠাহ পঞ্চাল॥
বিবাহ সামগ্রী লইয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কারদ্রব্য করিয়া সাজন॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে অধিক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে॥
পুনঃং সন্তোষিয়া কুন্তারে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখি না হইবে॥
দ্রুপদ রাজার জন্যে দেহ বহুধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ॥
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধ মুখে উত্তর করিল দুর্য্যোধন॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন্যং সম্পদ এ সংসার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে॥
তথাপি পাণ্ডুর অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তর বার্ত্তা হৈতেছে বিদিত॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
রে দুষ্ট শুনি রে কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ॥
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপণা।
দেখিল পঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥
লক্ষরাজা সহ একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলে তেঞি রহিলা জীবনে॥
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে।
তোমা মত নির্লজ্জ না দেখি এ সংসারে॥
কি মতে করিব আমি এমত বিচার।
মহাক্ষয় হবে যাতে সবার সংহার॥
এত শুনি বলেন বিদুর মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সহিত কে আছয়ে তোমার॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিষাদে অমর গুরু তেজে আখণ্ডলে॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাসে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্ব লোকে ঘোষে॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি॥
ভীষ্ম দ্রোণ যে বলেন সবার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি॥
এইকর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি॥
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিয়া রণ।
এক লক্ষ ভূপ সৈন্য করিল মথন॥
এক্ষণে সহায় হবে যেই রাজাগণ।
স্ব অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী॥
মাতুল নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার॥

বিশেষ তোমার দেখ যত রথীগণ।
ভালমতে জান কিবা সবাকার মন॥
আমি জানি সবে হবে পাণ্ডব সহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি॥
পাণ্ডু পুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সবাই বাসনা করে সদা মনে মনে॥
সবে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠীর প্রতি।
তার সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নাহি মহামতি॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মম বাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার॥
জতুগৃহ পোড়াইয়া লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে॥
প্রিয়বাক্যে এ স্থানে আনহ পাণ্ডু সুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্য জন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভববারি তরি॥
সেইক্ষণ বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু রত্ন ধন লৈয়া পঞ্চালে চলিল॥
একেং সবাকারে সম্ভাষি বিদুর।
কুন্তী সহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর॥
শ্রৌপদীরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে।
মাতারত্নে বিভূষিত পঞ্চ সহোদরে॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ॥
পঞ্চ ভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দ নয়নে জলে ভাসিল হৃদয়॥
বিদুর চরণে প্রণমিল পঞ্চ জন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ॥
বিদুর কহিল যত কুশল সম্বাদ।
একেং রহিল সবার আশীর্ব্বাদ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পক্কান্নে তাঁরে করায় ভোজন॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে॥

পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা হেন সম্বন্ধে হইল প্রীত মন॥
প্রিয় সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃং বলিলেন নিজ শুভ ভোগ॥
চিরদিন দেখি নাহি পাণ্ডু পুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী।
দেখিবারে উত্তরিল তোমার কুমারী॥
পাণ্ডবেরা বহু দিন হৈয়াছে হুতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ॥
আমারেত এই মত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণ আপন বসতি॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল॥
যে বল বিদুর সেই মম মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তার সেবা পাণ্ডবের হয়ত বিধান॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে কাহার পরাণে॥
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডব প্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃ সহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত॥
পাণ্ডব হস্তিনা আইল শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা যায় দর্শন কারণ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী।
উর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করিছে হুড়হুড়ি।
যষ্টি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ী॥
পাঁচ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একেং তাহারে করেন প্রণিপাত॥
কুন্তী সহ অন্তঃপুর গিয়া যজ্ঞসেনী।
একেং সম্ভাষেণ কৌরব রমণী॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজন।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভন॥

খাণ্ডব প্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডব প্রস্থেতে সবে কৈল অগ্রসার॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনানগর॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
পাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে আরম্ভ করিলেন নগর॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ॥
উর্চ্চ২ মন্দির করিল মনোরম।
নিচেতে অমরাবতী ভোগবতী সম॥
প্রাচীর উপরে সর্ব্ব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থুইল॥
কুবের ভাণ্ডার জিনি পুরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র শোভন॥
বেদ স্তু পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্যজাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক জাতি যত শূদ্রগণ॥
বসিল সকল লোক নগর ভিতরে।
পাণ্ডুর নগরে বৈসে ইন্দ্রে নাহি ডরে॥
স্থানে২ নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজ ফুল॥
পাটলি খদির বেল বদরী কবরী।
পারিজাত কর্কটি আমলকি মহিরি॥
কদলী গুবাক নারিকেল ও খর্জ্জুর।
নানা বর্ণে বৃক্ষশোভে যেন সুরপুর॥
স্থানে২ খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষীগণ সদা করে ধ্বনি॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকানগরী॥
পাণ্ডবেরে রাজ্য প্রাপ্তি যেই জন শুনে।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র্য খণ্ডনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত॥

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর ব্যবহার নির্ণয়।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবার ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
পঞ্চ ভাই এক স্ত্রী কি মতে চলিল।
বিচ্ছেদ নহিল দিন কি মতে রহিল॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে আইল যবে ভাই পঞ্চজনে॥
কত দিনে হৈল নারদ আগমন।
কৃষ্ণাসহ পাণ্ডব পুজিল শ্রীচরণ॥
করযোড় করি দাণ্ডাইয়া ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞাদিলেন তখন॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নি পতি যে তোমরা পঞ্চজন॥
ভাই২ বিচ্ছেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে যেন আছে॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাইযুদ্ধ করি মৈল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে কশ্যপ নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই জন॥
নির্দ্দয় অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে॥
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুর কুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর॥
দুই ভাই এক বাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার॥
গিয়া হিমালয়েতে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুইজনা।
যতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোনীত বর লহ॥
দুই ভাই বলে দোঁহে করহ অমর।
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি মাগ অন্য বর।
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যদি এই বর পাই॥
বিধাতা বলেত জন্ম হইলে মরণ।
মরণ বিধান কিছু কর দুই জন॥

দৈত্য বলে ভেদ বরে হবে দুইভাই।
তবে মৃত্যু হবে আমা করহ গোসাঞি॥
স্বস্তি২ বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজ গৃহ যথা॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য নারিল অসুর।
নানা বর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেলা সুরপুর॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমর বতী পলায় অমর॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্য ভয়॥
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে২ উচ্ছন্ন করিল দুইজন॥
দেব কন্যা নাগ কন্যা অপসরি কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার॥
স্থান ভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্ম চিন্তিত হৃদয়।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি কহিলেন মহাশয়॥
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এতিন ভুবন॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পায়ে করিল সৃজন॥
ত্রৈলোক্য ভিতর যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল২ নিল॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে নিয়া দিল ততক্ষণ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে॥
ব্রহ্মা বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা।
তিল২ আনি কৈল নাম তিলোত্তমা॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়॥
বিধাতা বলেন সুন্দ উপসুন্দ সুর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার॥

পাইয়া তাঁহার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারিভিতে চারি গোটা হইল বদন॥
যেই দিকে চায় মুখ সেই দিগে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশ শত চক্ষু তার হৈল কলেবর॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায়॥
দেবগণ বলে প্রভু কার্য্য সিদ্ধি হবে।
ইহারে দেখিয়া কোন জন না ভুলিবে॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন॥
ক্রীড়া করে দুইভাই লইয়া স্ত্রীগণ॥
কোটি২ দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্বগজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
লক্ষ২ বিদ্যাধরী লয়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে॥
রাঙ্গাবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প আছে সেই পর্ব্বত উপরি॥
ধীরে২ যথা দৈত্য করেন গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন॥
অলি মত্ত করে মত্ত মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্য কর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর॥
পরম আনন্দে সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া॥
মম ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
ইহারে ধরহ তুমি কি মত কাহিনী॥
উপসুন্দ বলে এই আমার রমণী।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি॥
সুন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে॥
ছাড়২ বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুই ভাই দোঁহারে মেহালি॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুইজনে হৈল অগ্নির সমান॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুই জন॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির॥

আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া যতন॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কারো দৃষ্টি নহে যেন তব কলেবর॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমার বরণে॥
সেই হেতু সূর্য্য অংশ মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ॥
নারদ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর।
তুমি জান অতি প্রীত পাঁচ সহোদর॥
এই মত প্রীত তারা ছিল দুই জন।
হেন গতি হৈল দোঁহে না বুঝি কারণ॥
মহাবংশে জন্মিলা তোমার পঁ চজন।
ভেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ॥
এত শুনি পাঁচ ভাই নারদ গোচর।
সমান নির্ব্বন্ধ সবে বলে যোড় কর॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্য জন তথিপর অধিকারী নহে॥
কৃষ্ণা সহ দেখে যদি ভাই অন্যজন।
দ্বাদশ বৎসর হবে অরণ্যে ভ্রমণ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা সহ রহে পাঁচজন॥
তবে কত দিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়া যায় চোরে॥
কান্দিয়া ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ॥
গালি দেন ব্রাহ্মণ যত আইসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কেতে সে ব্রাহ্মণে॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে ব্যস্তে চলিলেন আয়ুধ মন্দির॥
দৈবযোগে অস্ত্র গৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ চক্ষে পড়ে জল॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব চিন্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়॥
গৃহে প্রবেশিলে দুখ হবে বহুতর।
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য ভিতর॥
ব্রাহ্মণের চক্ষু জল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে॥
দ্বিজ আর্ত্তি ভাঙ্গিলে হইবে কিবা কর্ম্ম।
বিনা ক্লেশে উপাজ্জন কভু নহে ধর্ম্ম॥
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্র ঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে।
দ্বিজ সহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দিল বিপ্রের গোধন॥
দ্বিজ প্রবোধিয়া আসি কহেন কাণ্ডুণী।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অতিক্রম করিলাম লংঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলে কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বে নারদের অগ্রে কৈলা যে সময়॥
কনিষ্ঠ ভাইর সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে॥
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্ম প্রভু মম মত নয়॥
সত্যে বিচলিত হই নাহি চাহে মন
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর॥
সবারে বিদায় করি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথক আর গায়ক কারণ॥
মহাবনে প্রবেশ করিয়া মতিমান।
বহু পুণ্য তীর্থে করিলেন স্নানদান।
কত দিনে হরিদ্বারে করিয়া গমন।
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন॥
স্নান করি অগ্নি হোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উভয় আলয় তথা দেখি পার্থ বীর।
অগ্নিহোত্র জলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পুজিলেন কুন্তীর তনয়॥

নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি শ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয় ॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণ আমারে আনিলে এই পুরী ॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজ বংশে।
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে ॥
তার কন্যা আমি যে উলুপী মম নাম।
তোমারে দেখিয়া মম বাড়িলেক কাম ॥
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব মোর তৃপ্ত কর মন ॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি ভ্রমি সতত কানন ॥
দ্বাদশ বৎসর করিয়াছি এ নিয়ম।
কি মতে লংঘিব তাহা জানে সর্ব্ব জন ॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি ॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আত্মা জানি কর ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
আত্মজন আমি বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহিক সংসারে ॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক গর্ভদান মোরে দেহ মহাশয় ॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন বরণ ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হৈলেন বাহির ॥
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ কহেন সকল ॥
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ট আশ্রমে।
বহু তীর্থে পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে ॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্বসিন্ধু তীরে বীর গেলেন আপনি ॥
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ যত নদ নদী ॥
অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে।
কলিঙ্গ না পশিল বাহুড়ি দ্বিজগণ।
কলিঙ্গ পশিলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ ॥
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমেং দেখিলেন যত তীর্থচয় ॥

সমুদ্রের ভিতরে মহেন্দ্র গিরিবর।
মহেন্দ্র নামেতে এক আছয়ে নগর ॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী ॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল অর্জ্জুনে ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয় ॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান ॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন বংশে জন্ম তব কাহার কোঙর ॥
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তী গর্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন ॥
রাজা বলে এত দূর আইলা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন ॥
রাজা বলে মম ভাগ্যে আইলা এথায়।
মম বিবরণ শুন কহিব তোমায় ॥
প্রভঞ্জন নামে ছিল মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা মনে অবতংশে ॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হবে রাজা একই কোঙর ॥
কুল ক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে ॥
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র না হইল এক হইল কন্যাটি ॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করিবে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন ॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার ॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এক বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা ॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে ॥
সত্য করিলেন পার্থ রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তার রহিতে হইল ॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ নগরে।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর ॥

এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চ তীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়॥
অশ্বমেধ ফল স্নানে হইত বিশেষে।
বন হইয়া পড়িয়াছে কেহ না পরশে॥
বিস্ময়-ভ হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে॥
মুনিগণ বলে এই পূর্ণ তীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দনে।
নিষেধিল তাহারে যাইতে সর্ব্বজনে॥
সৌভদ্রা নামেতে তীর্থে পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
শব্দ শুনি কুম্ভিরিণী আইসে নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে॥
বলে ধরি কূলে তারে তোলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থ বীর।
কে তুমি কি হেতু হৈলে কুম্ভীর শরীর॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরি।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ অমরা কুমারী॥
সুবেশ হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র সূর্য্য সমতেজ মহা তপোধন।
অহঙ্কারে তারে করিলাম বিড়ম্বন॥
তপ ভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য বহু হাস্য পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মোসবারে দিল ততক্ষণ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহ রূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি কর যোড় করি॥
অবধ্যা স্ত্রী জাতি হেন জানিয়া অন্তরে।
যথাধিক শাস্তি দিলা আমা সবাকারে॥
ব্রাহ্মণের শীল শ সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি॥
মুনি বলে গ্রাহ হবে তীর্থের ভিতরে।
তব মুক্ত হবে যবে তোলে কোন নরে॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যায় ঘরে হইয়া বিমন॥
আচম্বিতে দেখিল নারদ তপোধন।
জানাইনু তাহারে আপন বিবরণ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন॥
তীর্থ যাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়॥
সত্য হৈল যে বলিল ব্রহ্মার কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার॥
বিনয় শুনিয়া পার্থ হয়ে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ॥
মুক্ত হয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদ সহ পুনঃ হইল মিলন॥
চিত্রাঙ্গদ গর্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তাঁর শ্রীবভ্রুবাহন॥
কত দিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমেং।
প্রভাস তীর্থেতে যাত্রা পৃথিবী পশ্চিমে॥
প্রভাস আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দেবকী নন্দন।
রৈবত নামেতে গিরি করেন গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বত পূর্ব্বে করেছে গমন॥
অতিশয় মনোরম গিরিবর যত।
নানা জাতি বিরাজিত মণি মরকত॥
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্ব ফল ফুলে শোভে।
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদ সৌরভে॥
নানা জাতি পশু ক্রীড়ে নানা পক্ষিগণ।
গিরি দেখে সুখী যদুকুল সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে কৈল মহোৎসব॥
বাল বৃদ্ধ যুবা যত নর নারীগণ।
নানা বাদ্য নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ॥
নানা রত্নে মাণ্ডব করেন তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন॥
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল চারি ভালে।
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্র জালে॥

উগ্রসেন বসুদেব অক্রূর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব॥
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রধ্যুম্ন॥
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশ নারী॥
উদ্যান ভ্রমিতে সবে চলে অগ্রসরি।
দৈবকী রোহিণী আরভদ্রা পশী রতি।
ভীষ্মক নন্দিনী সত্যভামা জাম্ববতী॥
নগ্নজিতা কালিন্দী লক্ষণা রত্নভূষা।
ভদ্রা মিত্রা মিত্রবৃন্দা বাণ পুত্রী উষা॥
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণী॥
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে করেন বিহার।
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার॥
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এক কথা।
অগ্রসরি আনিবারে সবে গেল তথা॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে॥
দোহে হন ঘন বর্ণ অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হারে শোভে পীতাম্বর॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দোহা মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মৃত নর নারী॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথে হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপনা বিবরণ।
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয়॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি।
একের সম্ভাষণে পরম কৌতুকী॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী॥
অর্ঘ্য দিয়া কল্যাণ করেন সর্ব্বজন।
পরম অনন্দ সবে শুভ জিজ্ঞাসন॥
মাতুলগণেরে প্রার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করেন নম্র হৈয়া॥
হেনকালে সুভদ্রা সে বসুদেব সুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্ব রূপ গুণযুতা॥
বিচিত্র কবরী তার সুচাচর চুল।
মেঘেতে সুঞ্চার যেন কুরুবক ফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিগ ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসাহুলে॥
বদন কেবল চন্দ্র নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে॥
কুচযুগ সমপুগ ঢাকিয়া দুকুল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ অঙ্গুলে॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতি যুথী তার পরে মালতী বকুল॥
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী মধ্য সবাকার পরে॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি॥
বসুদেব সুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী॥
বিবাহ না হয় নাহি মিলে যোগ্য বর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মুচ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত॥
সত্যভামা বলেন না আইল ভদ্রা কেনে।
সবে গেল একেলা বসিলা কি কারণে॥
সুভদ্রা বলিল দেখি ধরি মোরে লহ॥
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাঙাইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখী।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি।
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীব্রশর।
আজি অঙ্গ হইল আমার জরজর॥
দেখি মম অঙ্গ তাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে॥
সত্যভামা বলে ভদ্রে খাইলি কিমাজ।
করিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুল মাঝ॥
পিতা বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিন লোক মধ্যে যারে পূজে সর্ব্বজন॥

ইহা সবাকারে লজ্জা করিতে চাহিস।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস॥
কি জন্য অনূঢ়া কন্যা নাহি লাজ কুলে।
পরম পুরুষ দেখি কার মন ভুলে॥
তোমা হৈতে নিলজ্জ নাহিক অন্য জনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘরে পাছে কেহ শুনে॥
ভারতীর যতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণ কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানী॥
ধিকং ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দহে তনু বিরহ অনলে॥
সত্যভামা বলেন কি নিন্দিস কামিনী।
নারীরূপা দেখি ক্ষিতি গংসারধারিণী॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্ব সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বলিয়া পশ্চাতে নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলি বলে সীতা রাম॥
গৃহিনী থাকিলে লোকে বলে তারে গৃহ।
সংসারে দেখহ নারী বিনা নাহি কেহ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলে না হও উতরোলি।
তোমারে বিবাহ দিব স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত॥
ভদ্রা বলে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
কৌরব বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলেন চলহ এই ক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন॥
সত্যভামা মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরষ॥
তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে কহে কান্দে ভদ্রার কহিনী॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু অদ্যাপি না কর অবধান॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
এক তিল নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারী বধ দিব তোমার উপরি॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এস্থানে বহু দিনে॥
কোন ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল সুভদ্রারে দান দিব তারে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি রোধ করহ ভদ্রার॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন সে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥
কৃষ্ণের আদেশে সত্যভামা চলি যান।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মতিমান॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে।
অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্ত কথা॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞা মাত্রে করিতাম সেথায় গমন॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন সে দুষ্টকর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখ বিলাস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস।
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব এক আর পরমা সুন্দরী॥
অর্জ্জুন বলেন কত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দগোচরে॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কায।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর রজনীর মাঝ॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা॥

না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কেমন বিচার ॥
সত্যভামা বলিলেন ঘুচাও দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুৎ বরণী রূপে ত্রৈলোক্য মোহিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুল পতি ॥
তাঁহার আজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী ॥
দেবী বলিলেন কন্যা ইহা করিব কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে।
পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
যে লোভে নারদ বাক্য করিলা পালন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবী নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগত জনে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোল শত সহস্র যে অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা স্বরূপ হীন হীন কুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্য পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ভরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যে স্থানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্যজনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী ইহা কোন গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলা যত জগত বিখ্যাত ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিরে বচনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে ॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা গতি নাহি আর ॥

পারিজাত হরণ বিবরণ।

মুনি কহে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এককালে নারায়ণ বিহার কারণ।
রৈবতক পর্ব্বতে করিলেন গমন ॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণ গুণগীত ॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের মস্তকে দিলেন তপোধন ॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া করেন রুক্মিণীকে সুবেশ ॥
একেত রুক্মিণী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত সুবেশে শোভিল সবা জিনি ॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে মন ॥
সত্যভামা অগ্রে কহি পারিজাত কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত সুতা ॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকা নগর।
সত্যভামা গৃহে উপনীত মুনিবর ॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিল বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ সমর্পিল বসিতে আসন ॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণাবাক্য মুনি মহামতি ॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর ॥
নরের অদৃশ্য পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
দিয়া ইন্দ্র মোরে কত করিয়া গৌরব ॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পারিজাত ॥
সে পুষ্প ভূষিতা মাত্রে ভীষ্মক দুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিল বর্জ্জিতা ॥
সবা হৈতে প্রিয়সী তোমারে আমি জানি।
এবে জানিলাম কৃষ্ণ প্রিয়সী রুক্মিণী ॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি ॥
ছিঁড়ি ফেলিলেন কণ্ঠের ছিল হার।
ঘুচাইয়া ফেলিলেন সব অলঙ্কার ॥

ছিঁড়িল পুষ্পের মাল্য খসিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনেং হাসি।
রৈবত পর্ব্বতে অতি বেগে যান ঋষি॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার।
পুনঃ এথা আগমন কি হেতু তোমার।
মুনি বলিলেন শুন শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকানগরে গিয়াছিলাম এখন।
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গেং হৈল পারিজাত কথা॥
এমত করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে।
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া করয়ে উচ্চধ্বনী॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনেঘন॥
সব সখীগণ মেলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনয়ে কিছুই দ্বিগুণ করে ক্রোধ॥
প্রাণ যাক প্রাণ যাক এই মাত্র ডাকে।
দেখিয়া কহিতে আইলাম যে তোমাকে॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে কি হবে করি চিন্তেন হৃদয়॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া॥
কি করিবে বৈদর্ভি আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান কেমন চরিত্র সত্যভামা॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি॥
মোরে দিলা পুষ্প বলি পুড়িছে অন্তরে।
নরক পুড়িয়া পুষ্প দিব কেন তারে॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দনবন করয়ে শোভন॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাহ তুমি তথা।
আমা নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা॥
ক্ষীরোদ মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি॥
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সুহৃদে পুষ্প কষ্ট হবে পাছে॥
সংপ্রীতে প্রথমে মাগিয়াছে তপোধন।
না দিলে এ সব পাছে কহিবা কখন॥
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি॥

সত্যভামার অভিমান।

পড়িয়াছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পড়িলা ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনি ধরিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখী হস্ত হৈতে।
মন্দ বায়ু গোবিন্দ লাগিলেন করিতে॥
গোবিন্দের গমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ঋতু লয়ে যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্রং অলি ধায় ভোঁং রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ আগমন॥
উচ্চঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গে হুতাশন বায়।
রুক্মিণীর বান্ধব কি আইল হেথায়॥
এত বলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার অপরাধ যে না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দেহ প্রাণপ্রিয়া॥

এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে২ কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা অন্তরে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি এত বড় ক্রূর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা আমা করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবেক এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন দ্রব্য পারিজাত চিন্ত এত তাপ॥
এক পুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বাম পাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন দুই জন॥
উঠি কৃষ্ণ প্রভাতে করেন স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি চেকিতান॥
সকল বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কহে গদ গদ ভাষি।
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
কটুবাক্যে আমারে কহিল দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দুত॥
দেবতার দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংস ভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
একদিন চুরি করি খাইয়াছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধ ভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া আছে গিয়া সমুদ্র ভিতরে॥
হেন জনে পারিজাত ফুলে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিব প্রমাদ॥
হেন কটুত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দুত আর অন্য জন নহে॥
যাহ যাহ নারদ না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া করুক যতেক শক্তি আছে॥
নারদের মুখ শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল নয়ন॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ব॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্র দূর করিনু যখন॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোকুলেতে পূজা লৈতে ক্ষম॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী ক্ষিতি॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে॥
আর অহঙ্কার তার সহস্রলোচন।
মত্ততা করিব দূর পরার অঞ্জন॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ কুম্ভতলে॥
অব্যর্থ হস্তীর আর অস্তি তরি রাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে।
অগ্রে দাড়াইল খগরাজ যোড়করে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চল ইন্দ্রের নগর।
আনিব তথায় পারিজাত তরুবর॥
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে॥
নন্দন বনের সহ ফুল পারিজাত।
এইক্ষণে এথা আনি দিব জগন্নাথ॥
গোবিন্দ বলেন নহি অশক্ত তাহাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যেই তূণ॥

বেশ ভূষা করিলেন কিরীটি কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিত যেন মিহির মণ্ডল॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজ মুকুতার হার॥
ঝিকিমিকি করে হেন বিদ্যুৎ আকার॥
বক্ষঃস্থল রত্নরাজ শোভিত কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটী মনোভব॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবসন তখন॥
সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম হরিচন্দন কস্তুরী।
কাকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কি রূপে তোমার সহ যুঝ বজ্রপাণি॥
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেন ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে॥
দোহারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারিজন॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন।

নারদের মুখে শুনিলেন নারায়ণ।
অদিতি কহিয়াছি কুণ্ডল কারণ॥
নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিয়া যাহ স্বর্গের বসতি॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিয়া গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এক কালে বিবাহ করিলেন মুরারি॥
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর নগরে॥
নন্দনকানন মধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখয়ে কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত॥
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহুরক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ॥
সাত্যকি বলিল প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ॥
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঞি সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না লহে॥
গরুড়ে আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্ত হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে থর থর কলেবর কম্পে শক্র।
সহস্রলোচন ফিরে যেন কালচক্র॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে শুনি তরে ভববারি॥

কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে২ ছয় জনে লাগিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ না ভারতি কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ ফুল মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে অগ্রে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
মারিলে আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া সকল স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল স্বামীত তোমার॥

মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সবার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে॥
দেখ আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কোপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুইজনে করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
কন্দর্প জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুই জন ছাইল গগণ॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র নাগেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনেতে বধির ত্রৈলোক্য যত জন॥
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র মুণ্ড নখেতে বিদারে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ডহ হৈল বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর॥
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল॥
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাহি আমি॥
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমেতে॥
ইন্দ্র বাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি॥
সুদর্শনে এইক্ষণে তিল তিল করি।
মুনি বাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করে বজ্র বাহুড়ি চলিল॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বহু হৈল আখণ্ডলে॥
গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ স্থানে গেলেন ত্বরিত॥
নারদ বলেন আছ কশ্যপ কি কাযে।
প্রমাদ পড়িল তব পুত্র দেবরাজে॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না যারেন কৃষ্ণ তেঁই জীয়ে এতক্ষণ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব॥
সুদর্শন অদ্যাপি না ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিলে যে ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমনে দোহার দ্বন্দ হবে নিবারণ॥
দোহার মধ্যস্থ বিনা শিব অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন।
যুদ্ধ স্থানে গেলেন করিতে নিবারণ॥
খগেন্দ্র উপেন্দ্র গজেন্দ্র ইন্দ্ররাজ।
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাড়াইল মাঝ॥
কহিলেন শঙ্কর করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহার তারে না হয় উচিত॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পাইল সুরাসুর কুল॥
মথনের দ্রব্য সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষ বামন আমি জন্ম তার পাছে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বিমুখ॥
এক মাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তার দ্বন্দ করে ইহা লাগি॥

গোবিন্দের মুখে এত শুনিয়া বচন।
রহ রহ বলিয়া বলেন পঞ্চানন ॥
গিরিশ বলেন ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
তার সহ কর দ্বন্দ্ব না হয় বিধান।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান ॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান ॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন কানন।
ইহাতে ইন্দ্রের হয় স্বর্গের ভূষণ॥
পারিজাত লয় যদি দেবকী কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম কি রহিল আর॥
মহেশ বলেন হরি পূর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ কৃষ্ণ হন নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের যেন আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার॥
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইলা মত্ত দেব সুরপতি।
সে হেতু করেন যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারেং॥
আপন অর্জ্জিত যদি বিষ বৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥
পারিজাত পুষ্প লৈয়া যাহ বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিব বাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দ লৈয়া দিল ইন্দ্র স্থানে।
প্রণাম করেন হরি উচিত বিধানে॥
হৃষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোলে নিয়া।
পারিজাত পুষ্প দিল বিনয় করিয়া॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিবেন কালে।
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥

শচীর দেখিয়া হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হইল সম্পূর্ণ।
বলে ছিলা গর্ব্ব আজি করিব তোর চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ॥
নহিলে নহিত পাছে পুষ্প পারিজাত।
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী কেন কর দুঃখ মন॥
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনে॥
আপনার নমস্কার করি যে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে॥
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্রলোচনে দিব ধূলায় অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষ শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ বলে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেতে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লংঘন।
ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাবে ইন্দ্র তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দেবকী তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি॥
ইন্দ্রের আমার কিসে সম্বন্ধ নির্ণয়।
কভু অবতার মম ধরণীতে হয়।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
প্রতাপেতে লয়ে ছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥
ধর্ম্ম বলে লৈয়াছিল যে ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল॥

কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকল জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি॥
তাহারে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্র লোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ুক সতীর চরণে॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে ক্ষণেকে অন্যে দিব স্বর্গপুর॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি।
সাধুসেবা শুনে বলি আমাতে ভকতি॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত॥
সবিনয়ে বচন বলয়ে খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি॥
কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর॥
যাহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘহ করিয়া অবহেলা।
দোখয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্র পদে ভোলা॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব॥
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধ।
বলি ইন্দ্র পদ লবে বাড়িবেক ক্রোধ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মেঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ॥
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি॥
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা॥
এতবলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণ তলে ফেলে সুরপতি॥
পড়ি তার সহস্রলোচন লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কত দূরে সতী আগে, শিরে দিয়া করযুগে
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তবকরে সুরপতি; অষ্টাঙ্গে লোটায়ে ক্ষিতি,
সহ যত অমর সমাজ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা॥
অনাদি পুরুষ প্রিয়া, কেজানে তোমার ক্রিয়া
মায়াতে মনুষ্য দেহ ধরি।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা;
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি॥
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারি বেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব; তেঁই মোর হৈল গর্ব্ব;
না জানিনু তোমার চরণ॥
করহ এবার কৃপা; তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা;
সুমতা কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথ্বী পর্ব্বতানল,
সর্ব্বগৃহে জননী রূপিণী॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানি তোমার তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর॥
এতবলি সুরপতি, পুনঃং লোটে ক্ষিতি;
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে এমলিন বাস॥
ধূলিতে লুণ্ঠিত তনু, নয়নে পূরিল রেণু
দেখিতে না পায় পুরন্দর।

দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা, আজ্ঞা হৈল সত্যভামা,
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর ॥
মন্দাকিনী জল দিয়া, চক্ষু ধৌত কর গিয়া,
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী, লয়ে মন্দাকিনী পানী,
স্নান করাইল শ্রীবাসবে ॥
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া, ঐরাবতে আরোহিয়া
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাত,
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
অধর্ম্ম সকল হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের হেতু প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

সত্যভামার ব্রতারম্ভ।

রুপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুতরে ॥
শতং পূর্ণচন্দ্র যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত অতি আভা ॥
উপরে বান্ধে চাঁদয়া দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস ॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন দেবী কি করি ব্যাখান।
না হইবে নাহি হবে তোমার সমান ॥
দেবের দুর্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রুপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবী ইহার তো কায।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতকায ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্মং করিবা গোবিন্দ লৈয়া কেলি ॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে ॥
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমা নন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি ॥
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে এই ব্রত করাহ এক্ষণে ॥
নারদ বলেন সহ কৃষ্ণ অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন কেবল একা তব পতি ॥
নাহি জান দেবি তুমি এ ব্রত বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হবে স্বামী দিতে দান ॥
সত্যভামা বলেন এ কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥
করিব গোবিন্দ দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে বিনয় ॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কায।
শাস্ত্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ পোটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্বরথ গজ বৃষ যত রত্ন যান ॥
নারদের বাক্য মত সব আয়োজন ॥
শুভ দিনে করিলেন ব্রত আরম্ভণ ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করান স্বীকার ॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ ॥
হইল রথের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত ॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশ।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশ ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানী ॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি বলি নারদ দিলেন হাতে হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান ॥

সত্যভামার কৃষ্ণধন দান।

উদ্ধবাহু নারদ চাহেন হৃষ্টমনে।
দক্ষিণার ধন দেন দরিদ্র ব্রাহ্মণে ॥
নারদ দ্বারিকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নরনারী ॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন তবে ফেল আভরণ ॥
এক্ষণে গোপাল আর এবেশে কি কায।
তপস্বী হইলা ধর তপস্বীর সাজ ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পঞ্চ জটা ॥
কনক পইতা ফেলি লহ যোগ পাটা ॥

কনক মুকুতা হার ফেলে বনমাল।
পিতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছাল॥
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
হৈলেন অপস্থি বেশ দৈবকীনন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কান্ধে মৃগছালা।
পাছেং যান যেন সন্ন্যাসির চেলা॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দয় যাদব যত নারী আর শিশু।
আছুক অন্যের কায কান্দে বন পশু॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
পাছেং চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া যাবে যথা॥
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বি ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পাইলা মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল সহস্র রমণী॥
মুনি বলেন রুক্মিণী করহ মিছা দ্বন্দ।
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভাল মন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত সুতা।
তখনিত কেহ না কহিলা কোন কথা॥
তার অগ্রে কহিবারে নহিল ভাজন।
আমার সহিত তব কোন প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়॥
প্রাণ নাথ লৈয়া যাহ আমা সবাকার।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথা আর॥
মহ ভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম বড়।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনিযান।
বিষন্ন বদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
মন পড়ি উঠি ধন বাতুলী সমান।
দুই হাতে অঙ্গুলিয়া মুনিরে রহান॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর।
ভাভিয়া লইয়া যাও প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাঁড়ায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাও কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ রতন।
সুধুকায় দিয়া যাও লইয়া জীবন॥
না হইত ব্রত না হইত কার্য্য আর।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি হে আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যে ভ্রষ্ট হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ॥
একেলা দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মম ঠাঞি লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরাল দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনি মুখ দেখি॥
সত্যভামা বলেন না তব ক্রোধে ডরি।
বড় ক্রোধে হইলে ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই মম সুখ।
নাদেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুঃখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিলা ইন্দ্রাণী॥
পূর্ব্বেতে করিল যাহা স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামি পাইল কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন।
চারি মুখ ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতী কি করিব আমি।
সেকারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামি॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ॥
নিরন্তর ভূত প্রেত লইয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন॥
কভু ঐরাবত কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে॥
তাহারে দিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাখিহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া॥
তোমার যে স্বামি কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিন লোক মধ্যে দিব কাহার উপমা॥
যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবা নিশি নয়নে দেখিব॥
জন্মেং মম এই মনে বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের পরে বিধি মিলাইল॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাকে।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে॥

এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা ।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণ হৈল দয়া ।
নারদেরে বলেন হে ডহ মুনি মায়া ॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জ কি আপন ।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন ॥
কৃষ্ণ বলেন অজ্ঞান সহজে স্ত্রীজাতি ।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যে মতি ॥
শরীরে নাহিক প্রাণ হেন লয় মনে ।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে ॥
দেখিয়া সতির কষ্ট মুনি চমৎকার ।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বারবার ॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইলা চেতন ।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥
নারদ বলেন দেবী এক কর্ম্ম কর ।
দান নিয়া নিতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন ।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন ॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস ।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত ।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পায়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ ।
ক্ষণেকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ ॥
এক ভিতে বসাইল দেবকী নন্দনে ।
আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে ॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল ।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥
রুক্মিণী কালিন্দী লক্ষ্মণা জাম্ববতী ।
যে যাহার ঘরে হৈতে আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল নহে ।
ষোড়শ সহস্র কন্যে নিজ ধন বহে ॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া ।
ত্বরাতরি চড়াইল তুলে সব লইয়া ॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা ।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা ॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে ।
তুমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে ॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন ।
ক্রোধ মুখে বলেন নারদ তপোধন ॥
উপজ্ঞানী বলিয়া বলাসি এই মুখ ।
রত্নে জুকি উদ্ধারিতে নারিলে স্বামীকে ॥
শিশু প্রায় পুনঃ২ করিস রোদন ।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিবি দিতে ।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে ॥
শুনি সত্যভামা মুখে আরো উঠধূলি ।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্ত চুলি ॥
হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ।
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন শ্রীধর ।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥
চিন্তিয়া বলিল সবে মন বোল ধর ।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ অন্তর ।
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে ।
কোনদ্রব্য সম করি তুলিবা তাহাকে ॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম ।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণ নাম ॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত ।
নীচে হৈল তুলসী উর্দ্ধেতে জগন্নাথ ॥
দেখি উল্লাসিতা হৈল সকল রমণী ।
সাধুবাদে উদ্ধবের হৈল মহাধ্বনি ॥
কৃষ্ণ নাম গুণের নাহিক বেদে সীমা ।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণ নামের মহিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম ধন বড় ।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দৃঢ় ।
হরি হরি বলিয়া পাইবা হরি দেহ ।
হরির মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥
নাম পত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান ।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান ॥
পারিজাত হরণে হরিষ রস কথা ।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচ সংসারের ব্যথা ॥
পুরুষ শুনিলে হয় হরিপদে মতি ।
নারীজনে শুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি ॥
আয়ু ধন বংশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ ।
কাশীদাস কহে তাহা সকলি প্রমাণ ॥

সুভদ্রা অর্জ্জুনের গন্ধর্ব্ব বিবাহ ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয় ।
পিতামহ কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে ।
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে ॥

বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহাকে কহেন সবিনয়॥
ঔষধ করিবে পার্থে তার এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি॥
ভণ্ডামি করিতে হইয়াছে ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাও সতী॥
সতী বলিলেন আইস করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লইয়া গেলেন আলয়॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্রগতি আনেন ডাকিয়া॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলেন ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্ম অনাহারী পারি ঘুষিবারে॥
এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে॥
যাহ দেবী এক্ষণে যাইতে পার বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট॥
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া॥
হস্ত দিতে কপাটের খিল যে খুলিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাণ্ডাইল॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকার চিত্র যেন কনক প্রতিমা॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি॥
যাহ শীঘ্র এথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব যে খড়্গে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরী।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি॥
সিতায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তাঁরে করিলেন কোলে॥

আইস২ বৈস ওহে প্রাণসখী।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি॥
নহি২ করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে।
জাতি নাশ কর কেন ছাড়২ ডাকে॥
ধনঞ্জয় তোমার কি মত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার॥
বলেন ব হিরে থাকি সত্রাজিত সুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কি করিছ এথা॥
সুভদ্রা বলেন সখী দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কি মতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী॥
বসুদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি॥
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লংঘন।
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছয়ে যে ধর্ম্ম॥
পাঁচ সাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহার গলেতে দোঁহে মালা দিল তুলি॥
হেনমতে দোঁহার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া॥
সত্যভামা কহিলেন আজ্ঞা কৈলা তুমি।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কার্য্য।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন মতি এইমত হয়॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাহার নহিব মনোনীত॥
সত্যভামা বলেন যে উপায় কি করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান॥

সুভদ্রার বিবাহের কথোপকথন।

প্রভাতে উঠিয়া সবে করে স্নানদান।
একত্রে বসিল সব যাদব প্রধান॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রুর সারণ গদ মুরলী মাধব॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বিবাহের যোগ্য যে অবিবাহিত থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতি।
উভয়তঃ সপ্তকুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
একারণে কন্যা দিতে না করিব ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসর কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বল বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার॥
সাত্যকি বলিল যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে পাইবেন ভদ্রা স্বামী অর্জ্জুনকে॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভালং বলি বলে যাদব সকলে॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্ত চক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর॥
কোন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে॥
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন॥
বলে জিনে মত্ত দশ সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধনে বৈশ্রবণ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে॥
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধনে এথা নিয়া আসুক সত্বরে॥
শুভদিন কর শুভ বিবাহের কার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত রাজ রাজ্য॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হয়ে কেহ না দিল উত্তর॥
তদ্দণ্ড বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি আনে জনে॥
দুর্য্যোধনে লিখিয়া দিলেন সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া আইস বিবাহ তোমার॥
দিন অবসান হইল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয়॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহ বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি॥
গোবিন্দ বলেন সখী কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল এত সুভদ্রা কারণ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিব কি হে অন্য বরে বিয়া॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে॥
গোবিন্দ বলেন দেবী কেন কর গোল॥
করিব উপায় আমি নহ উতরোল॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ॥
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের বেদন।
শাশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন॥
এত বলি উঠি গেল দেবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ॥
শুনহ ঠাকুরাণী করি নিবেদন॥
কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন॥
সুভদ্রা আশক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর॥
শুনিয়া দেবকী দেবী হইয়া বিস্মৃতা॥
বলভদ্র গৃহে যান রোহিণী সহিতা॥
দেবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন॥

রাম বলেন জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডব জনের কথা সকল জানহ ॥
আমার কুটুম্ব যোগ্যো নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা সব নষ্ট হয় ॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বযোগ্য হয় কুরুসুত ॥
তিন লোক বিখ্যাত পাণ্ডব দেবজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত ॥
রোহিণী বলেন তাত ইহার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ॥
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
হেন অর্জ্জুনের ভদ্রা সবাকার মন ॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিবা ভদ্রা দিবা অন্যজনে ॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তাঁর দুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বাতুলের বাক্য মত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন ॥
গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতিকুল গোবিন্দের নাহিক বিচার ॥
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয় ॥
কন্যা তার পুরে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বতা ॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি ॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে ॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুই জনে বিষণ্ণ বদনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কৃষ্ণের কোন পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন ॥
না কহ আমারে ইহা মুনি কিকারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন ॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর ॥
ভানুমতী গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব গুণান্বিতা ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণে পূর্ণ ভুবনমোহনা।
সে কারণে তার নাম থুইল লক্ষ্মণা ॥
যুবতী হইল কন্যা দেখে নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস করিল যে যে স্থানে ॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণ বন্ত কুলে অনুপম ॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে না শুনি শ্রবণে ॥
ধ্বজছত্র পতাকায় ডাকিল মেদিনী।
চরণ ধুলিতে আচ্ছা দিল দিনমণি ॥
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পায়ে শম্বরীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির ॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কি মতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন ॥
অলক্ষিত একান্তে রহিতে রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষ্মণারে ॥
অনুপম মুখ আর জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুন্তল সকল প্রিয়বন্ধু ॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥
খঞ্জন গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুত গৃধিনী নিন্দিত ॥
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে রচিতমণি নূপুর রসাল ॥
নির্ম্মুমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল দিব্যতে।
বাল সূর্য্য উদয় করিল পূর্ব্বভিতে ॥
দৃষ্টিমাত্রে রাজাগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্বুবতী সুতে পীড়িল মদন ॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে ॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব ॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে ॥

হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারিং।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে অগ্র হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাবি অগ্রেতে আমার॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এতবলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন॥
ধরিলং চোরে বলি শব্দ হৈল।
কাটি লৈয়া নৃপতি বলিয়া আজ্ঞা দিল॥
আমা লংঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট এই পথে॥
নৃপতির আজ্ঞা পায়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া পরে করিল বন্ধন॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি চোরা হয় কাহার নন্দন॥
কর্ণবলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাপিছে কলেবর।
কড মড দশন কচালে করে কর॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঞি এইমত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানি দুরন্ত এই যমের সদন॥
সভাতে এমন লজ্জা দিলেক আমায়।
কাটি লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ॥
ভাইং বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি বজ্রনাভসুতা॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী॥
শুনিয়া বিষাদ মুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সভার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি।
দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মম কন্যা চুরি করি হরে দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার॥
যুধিষ্ঠির কন কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কর্ম্ম এথা।
যে হউক শীঘ্র তার কাটি লৈয়া মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে বধ ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈল ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থাকিবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন জন॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্র প্রস্থে যাহ প্রাণ লয়ে এই কালে॥
এক্ষণে স্মরণ গিয়া লহ কৃষ্ণঠাঞি।
মারিব তাহারে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
সত্বরেতে দুঃশাসন ধরি শাম্ব চুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাতে হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহারে বলিল তোর কি মত বিচার।
কাটিবারে আসিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বান্ধিয়া।
এত বলি ছিঁড়িয়া সে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্বে দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্ববতীনন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে।
হের দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত॥
কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম আচার।
হেন জন মারিতে সহায় হৈল তার॥

যুধিষ্ঠির বলেন ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এরূপ এ সভামধ্যে আছে কোনজন॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণপুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার॥
উহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
পূর্ব্বাপর হৈল কন্যা কলঙ্ক করিবা॥
কে আর করিবে বিয়া পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্ব করিলেন কোলে॥
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়॥
মারিব দুষ্টেরে তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার॥
কৃষ্ণপুত্র মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসিবে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্রে চক্র প্রায় ফিরায় মস্তক উপর॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেইতে ছাগে যেন শঙ্কা॥
দেখি ধায় বৃকোদর গদা রণরঙ্গা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দাঁড়াইলা মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি ভাল দ্বন্দ্ব কর কেনে॥
বন্দী করি রাখ কান্দে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার কার্য্য করিব পশ্চাতে॥
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্রে যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
ইহারে এক্ষণ যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দ করিব পরাজয়।
তবেত মারিব এরে ঘরেতে আছয়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাল২ বলি।
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরণে শিকলি॥
চরণে নিগড় দিয়া দিল গুরু দ্রোণ।
নিজ২ গৃহে সবে করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে শাম্বের সম্বাদ দেন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদগদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের বারতা॥
দুর্য্যোধন দুহিতার স্বয়ম্বরকালে।
স্বয়ম্বর স্থানে তারে শাম্ব হরে নিলে।
যুদ্ধ করি বন্দী কর্ণ কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বন্ধ করি রাখিলেক ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রায় প্রাণ শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব সব করিবা শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ কহিলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতী পতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেক বিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥
হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বন্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
যে হইল দোষ ক্ষমিলাম যে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থর২ অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন॥
যে বাক্য বলিল আমি গুরু বলি মানি।
অন্যজন হইলে সেই দেখিতে এখনি॥
পাঠাইল পুত্র এথা চুরির লাগিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥

কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন পাঠান কহিয়া ॥
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালেং স্থানে তুমি যাহ আপনার।
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন ॥
ক্রোধেতে মুষল তুলি নিল নিজ হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমেতে ॥
ক্রোধে থরং অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে ॥
রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে ॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার ॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগর।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি ॥
করযোড়ে করুণবচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি নিধন তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
তুমি ক্রোধী হৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে প্রভু হস্তিনা কি ছার ॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ।
বিশেষ তোমার বধূ আছয়ে নন্দন ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়িছে চরণে।
এই বার রাখ প্রভু দয়া করি মনে ॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ সাম ॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥
লক্ষ্মণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে ॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুভদ্রা বিবাহে দুর্য্যোধনের দ্বারকা আগমন।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি।
অধোমুখে বসিলেন দেবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী ॥
না দিলে সবায় পার্থ মারিবেক ক্রোধে।
আর কত মারিবেক তা সহ বিরোধে ॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেসুক জলে।
সকলি অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে ॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারের লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ ॥
ভাবিয়া এতেক দেবী আকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান ॥
দেবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান সতী তাহা অবগত ॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার ॥
দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়।
সতীবলে আনি যাই দূত কর্ম্মনয় ॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখিল সুভদ্রা সহ আছয়ে অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ কিছু না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবী তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান।
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইল সেই স্থানে ॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা মনেং ॥
তোমার প্রসাদে আমা না জিনে ভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্র নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব তাঁহার গোচর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন ॥
নমরথ লয়ে যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥

সেই পথে লয়ে তুমি করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীর মন॥
এতেক বলেন যদি দেবকী কুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুই জন।
নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নান দান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান॥
এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া॥
আমারে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপালে হইলেন তাহাতে বিরস॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন রহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবে সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ॥
হেনমতে সপ্ত নিশা গত হয় তথা।
এথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হবে দুর্য্যোধন॥
দেশে দেশে হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন॥
স্থানেং বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্ম বন্ধু হইল এক্ষণ॥
কেহ বলে হরির কুটুম্ব নাহি প্রীত।
তার নাহি পরাপর ভক্ত জন হিত॥
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলে ইহা কদাচিৎ নয়॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীতি গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়॥
দূত স্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত॥
পাণ্ডবে অপ্রীতি রাম না করি স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণী কুমার॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় এই যা হয় পশ্চাতে॥
ভীষ্ম বলেন দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা মাত্র।
যে কেহ করুক বিয়া মোরা বরযাত্র॥
দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রা বিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণে লিখিল এক্ষণ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মন।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমন॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত॥
সত্যভামা দিলেন বিবাহ লুকাইয়া।
হরির আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচনে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হবে নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপন সৈন্যেতে ভীম করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর॥
আনন্দিত দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
নানা শব্দ বাদ্য বাজে না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে গণনা॥
দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হইল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই অবোধ॥
এথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূরদেশ।
এইস্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন কন্যা বিবাহেতে যাহ বরবেশে॥
তোমার নিকট দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥

অকারণে সভা মধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁইত বলিনু বরবেশে নাহি কায॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্য চলিল বীর রাগে॥
বিস্মৃত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদরে।
সত্য হেন লাগে প্রায় সবার অন্তরে॥
না জানি কি ভীমের যেমন বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আজি হইল বিকল॥
বাহুলের প্রায় বলে যে আইল মুখে।
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুকে॥
কর্ণ দুর্য্যোধন বলে সত্য সেই কথা।
এ বৈভব দেখিতে কেমনে রবে এথা॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণীনক্ষত্র শেষ অক্ষয়তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কন্যা উত্তরিল গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালি রাত্রি বৈবাহিক শ্রেষ্ঠ হয় তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাকে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্রের আজ্ঞা পাইয়া নারীগণ।
পিটালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী কূলে॥
হরির ইঙ্গিত পায়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লইয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন শুনিয়া যে আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস আজ্ঞা করে হলপাণি।
সরস্বতীকূলে গেল সুভদ্রা ভগিনী॥
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাই মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে॥
দারুকে ডাকিয়া হরি কহেন ইঙ্গিত।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিবে অন্যথা।
যথায় বলিবে লৈয়া যাবে তুমি তথা॥
পাইয়া হরির আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজিয়া আনিল রথ অর্জ্জুন গোচর॥
সুসজ্জা হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া করে॥
হরি রথে আরোহণ হৈলা মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী তীর॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধিরে২ অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইল রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাগণ সব।
ধর২ বলি ডাকে আরেরে পাণ্ডব॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন ঘরে চুরি॥
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমিষে কাটেন তিনি লক্ষ সভাপাল॥
সভাপালে মারিয়া যে চালাইল রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে॥
কেহ স্নানে কেহ দানে ভোজন শয়নে।
যে যথা আছিল সে ধাইল সর্ব্বজনে॥
চড়িতে তুরঙ্গ রথ না হইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হইল কামপাল॥
ক্রোধে বলভদ্রেরে কাপয়ে কলেবর।
যুগল নয়নে যেন ফুটে কোকনদ॥
ধর২ বিনা শব্দ নাহি কার মুখে।
ধর গিয়া বলি বলে যারে অগ্রে দেখে॥
কামদেব ধাইয়া চড়িল মীনধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটি গজ॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা করিলেন রাম।
সভার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম॥
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটি সাতি।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্র হাতী॥

কৃপ বৃন্দ উপনন্দ কৃতবর্ম্মা বীর।
যে যাহার সৈন্য সব হইল বাহির॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকটে আইল যতেক যাদব॥
ক্রোধে বলভদ্র তবু কাঁপে থর থর।
ফুলিয়া হইল তনু যমন মন্দর॥
প্রলয় মেঘের শব্দ ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা॥
রাম বলেন এত গর্ব্ব পাণ্ডবের হৈল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞ হবি খাইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ী আজ্ঞাতে যেন ধরে কালফণি॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ুতেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয়॥
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করে লয়ে যায় ভগিনী আমার॥
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
রাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
তাহারে মারিব যে হইবে তার বংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আজি মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুন॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এতবলি বাহির হইল রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূত দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয়সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥

অর্জ্জুনের সহিত যদু সৈন্যের যুদ্ধ।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন॥
না পালাও শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলয় অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্য অজয়।
দেখ পাছে আইসে যেন সমুদ্র প্রলয়॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্র নীত॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্তি নহিবে অর্জ্জুন।
পলাইহ যথা চাহ লইব এক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লই কিম্বা ইন্দ্রের নগর॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা রথ লইব এক্ষণ॥
যা বল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কি মতে করিব যুদ্ধ যাদব সহিতে॥
কৃষ্ণ পুত্রে প্রহারিব চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে॥
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার॥
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছে যাইবে তাড়িয়া॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কার্য্য জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাছড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুল হিত।
নহিবে সারথি কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলী।
ফেলহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি বাড়ি কাড়ি লইল সত্বর॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিল বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথতন্ত্রে আপন দক্ষিণে॥

এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাণ যুড়ি॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিনপুর ভ্রমণ করেছি মহারঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গ করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইতাম হয়॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্য২ বলি ব্যাখ্যা করেন বিস্তর॥
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোন পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি লইল হাতে॥
চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর॥
ছুটিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় বৈসে মেঘের ভিতর॥
অনেক মারেন সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি২ রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে সবে রক্তেতে সাতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে।
কামদেব সারণ বিচারে মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দূতের সহিত বলরামের কথোপকথন।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম॥
উর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে২।
নাহি আর রক্ষা শুন অর্জ্জুনের হাতে॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন অকাশে উঠে কখন ভূমিতে॥
কখন লুকায় মেঘে ক্ষণে শূন্য মাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফিরে তেজে।
ঘন ঘন সৈন্য মধ্যে ফণিবৎ চলে।
ঘন প্রদক্ষিণ করে যেন মৎস্য জলে॥
দক্ষিণ বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে২ থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন ঠাঞি থাকে তাহে কেহ নাহি দেখে॥
নানা বর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নিঅস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে॥
কোন স্থানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগণ।
কোথায় ভুজঙ্গ অস্ত্রকরে বরিষণ॥
কোন স্থানে জল বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু।
কোন স্থানে শরজালে নাহি দেখে ভানু॥
সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে।
কতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার॥
মুষলী কহেন দূত কহ সত্য কথা।
এমত তুরগ রথ পাইল সে কোথা॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথবরে সুপ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূত মুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেট মাথা॥
অভিমানে রামের নয়নে বহে জল।
অঙ্গের কস্তুরী গন্ধ ভাসয়ে সকল॥
সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া তাঁর পড়ে কালঘাম।
যদুগণ চাহিয়া বলেন বলরাম॥
গোবিন্দ যে করায় আমার অপমান।
আপন সারথি দিল অশ্ববর বাম॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন।
কোন লাজে দেখাইবে আমারে বদন॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম॥
গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন অপরাধ করি আমি॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
ভদ্রা দিতে পার্থে বল নহে এই ধর্ম্ম।
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে॥

গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ে পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কিমতে জানিব সে সুভদ্রা লবে হরি।
নরমায়া বুঝিবারে নাহি শক্তি ধরি ॥
ইথে অকারণে প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা ॥
দূত বলে দারুক আপন বশে নাহি।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব ॥
পুনরপি কহে দূত করি যোড় হাত।
কি কারণে নিশব্দে রহিলা যদুনাথ ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে কি করির কায।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল তোমার সমাজ ॥
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান।
তিন লোক মধ্যে যার অবর্থ সন্ধান ॥
তিলহ গেল কাটা শর ধনুগুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষয় তূণ নাহিক কাহার ॥
কাহার নাহিক ধ্বজ কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ কাহার পদাতি ॥
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুগুণ।
সবাকে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন ॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দেবকীকুমার ॥
মম বাক্য শুন প্রভু দেখিবা যে চক্ষে।
না পারিবে অর্জ্জুনে কুমারগণ পক্ষে ॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে।
গোবিন্দ বলেন আমি জানি অর্জ্জুনরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চ জন।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি কোন জন ॥
কি করিবে তাহারে এ সব শিশুগণে।
যে কহিলা তথা পার্থ নাহি মারে প্রাণে ॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জ্জুন তা কিছু নাহি করে অবিহিত ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচর।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহার ॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয় ॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা ॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা ॥
সুভদ্রা না জীয়ে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন ॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয় ॥
প্রিয়ম্বদ এক জন যাউক আপনার।
প্রিয় বাক্যে ফিরাউক কুন্তির কুমার ॥
এক্ষণে জানাও তারে করাহ বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ ॥
সকল মঙ্গল হবে লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিলা উত্তর ॥
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি তব যাহা লয় মন ॥
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাই হইবে।
তুমি যে কহিবা তাহা কে অন্য করিবে ॥
তব বাক্য যদি আমি না করি হেলন।
এমত দুঃসহ লজ্জা হবে কি কারণ ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহ মধুর বচন ॥
কৃষ্ণের এমত আজ্ঞা যখন পাইল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল ॥
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান ॥

দুর্য্যোধনের হস্তিনায় পুনরাগমন।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
শুনিল নিলেক পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম অনীতি পাণ্ডুর ॥
যে কন্যা নিমিত্তে রাম আনিল আমারে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে ॥

মম দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলে সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥
শুনি আজ্ঞা দিল তায় গান্ধারী নন্দন।
শীঘ্র ধায় কর্ণবীর লোহিত লোচন॥
বৃকোদর বলে কোথা যাসি সুতসুত।
অর্জ্জুন ধরিতে যাসি শুনিতে অদ্ভুত॥
সুরাসুর যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাসি লজ্জা নাহি করে॥
ওরে মূর্খ দুরাচার এত অহঙ্কার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি॥
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তার ঠাঞি অগ্রে তুমি জিজ্ঞাস কারণ॥
সে যজ্ঞপ কহিবে করিবা সেই রীত।
পার্থ সহ কলহ তোমার অনুচিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বলিলেন এই সুবিচার।
যে আনিল তার ঠাঁই জান একবার॥
অনেক করিয়া দ্বন্দ্ব করিল বারণ।
দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
হেনকালে উপস্থিত হইল সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥
ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয় কি হেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ॥
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ কারণে শীঘ্রগতি পাঠাইল মোরে।
প্রবোধিয়া তোমারে বহুড়ি লইবারে॥
একত্র বসিয়া যত বৃষ্ণি ভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমারে করিবে সমর্পণ।
সাত্যকির যতেক বিনয়বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হইলেন ফাল্গুনী॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিলা॥
সসৈন্য আপন দেশে বাহুড়ি চলিলা॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সুবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান॥
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম।
তুমি যদি আমাকে না করিতে বন্ধন।
কোন লাজে দেখাতাম রামেরে বদন॥
এইমত লহ মোরে সাক্ষাতে তাহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কুপিত॥
চিন্তা করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক প্রভৃতি॥
সর্ব্ব সৈন্য লয়ে ভীম অর্জ্জুনের আগে।
পশ্চাৎ যাদব কাম আদি বীর ভাগে॥
অগ্রসরি লইলেন দেব নারায়ণ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বিবিধ প্রকারেতে দোঁহারে দিল বিয়া॥
বসু দেব করিলেন ভদ্রা সংপ্রদান।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
সুভদ্রা হরণ কথা শুনে যেই জন।
মনের বাঞ্ছিত লাভ ব্যাসের বচন।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।

খাণ্ডব বন দাহন।

কত দিন পরেতে অর্জ্জুন নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার॥
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিলেক বহু দ্রব্যচয়॥
ক্রীড়ান্তে তথা বসিলেন উভয়ে আসনে।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সে স্থানে॥
মাথায় ত্রিজটা ধরে পিঙ্গল নয়ন।
উত্তম কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রে দাণ্ডাইল হুতাশন।
দোঁহারে আশীষ করি বলয়ে বচন॥
যদুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি কুরুকুল সার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সমান দোহার॥
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই জন মেলি মোরে করাহ ভোজন॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিবরণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এখন॥
ভক্ষ্য হেতু এত কটু বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয়॥
ব্যাধিযুক্ত হৈকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খাণ্ডব বনেতে সর্ব্ব জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয়॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু পাক্ষিগণ।
যতেক আছয়ে সবে করাও ভোজন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাহ বিস্ময়॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডব দাহন॥
মুনি বলে শুন ভূপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকী ভূপমণি॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেন মত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন॥
পতিত নহি যে আমি নহি কোন দোষী।
কোন হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষী তোমারে।
শক্তি নাহি মোসবার যজ্ঞ করিবারে॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ॥
নয়ন নীরস হইল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নিরক্ত হইল সদা অগ্নি সঙ্গ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেক বিধ সবিনয় স্তুতি॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ॥
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাহা বিনা যজ্ঞ করে নাহিক এমন॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর।
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন॥
হাসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কায।
যজ্ঞ ফল যাহা চাহ মাগহ রাজন।
শুনিয়া ভূপতি বলে বিনয় বচন॥
না করিয়া যজ্ঞ ফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় তবে কহ ত্রিলোচন॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞ এত মম।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ॥
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
কোন মতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান॥
শিব আজ্ঞা পায়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর॥
সংপূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পায়ে আজি নাশিবে রাজনে॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকী রাজন।
যজ্ঞ হেতু করিল আমারে আবাহন॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহা তপোধন।
যখন যে মাগে মুনি যোগায় রাজন॥
শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোক চমৎকার শুনে যজ্ঞ নাম॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল দুর্ব্বল॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খায়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হইলা॥

ইহার ঔষধ আছে শুন তপোধন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে॥
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া।
অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময়॥
কোটি২ মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নি শুণ্ডে করি জল আনি॥
বড় বড় সর্প সব মহা ভয়ঙ্কর।
পঞ্চাশত সপ্ত অষ্টাদশ ফণাধর॥
মুখেতে করিয়া জল নিবারি অনল।
যেমত আছিল জীব যার যত বল॥
নিবৃত্ত হইল অগ্নি নারিল দহিতে।
বহুবার উপায় করিল হেনমতে॥
খাণ্ডব দহিতে শক্তি নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিয়া প্রজাপতি।
না রবে হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হইয়া থাক তুমি কালগত প্রায়॥
ইহার উপায় এক কহি হে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায়॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোহে সময় হইলে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন॥
হইল দ্বাপর শেষে দোহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা নরনারায়ণ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর॥
অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু হস্ত আইলে তব করিব বিজয়॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্র সহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধযোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ॥
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিলে আমি হইব সহায়॥
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর॥
এমত সময়ে সখা কর উপকার।
চক্র দত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ড সব দুঃখ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডিব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথজ্যোতিঃ জ্বলিল স্বভানু॥
শুক্লবর্ণ চারি অশ্ব রথে নিয়োজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্র সুশোভিত॥
কৃষ্ণের করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমোদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন॥
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল্য সংসারে।
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে॥
দোঁহে রথে চড়িলেন নিজ নিজ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে পার্থ কপিধ্বজে॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল উঠে পর্ব্বত আকার॥
দুইভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥
প্রলয়ের মেঘ যেন ভূমি গড়াগড়ি।
নানাবিধ বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়চড়ি॥
নানাজাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানা জাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
প্রাণ ব্যগ্রে কোন জন পলাইয়া যায়।
অস্ত্রে কাটি নারায়ণ অগ্নিতে ফেলায়॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥

যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িল জীব অরণ্য ভিতর॥
ভার্য্যা পুত্র সহ কেহ করে আলিঙ্গন।
আকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জল মাঝে॥
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে।
জলেতে পুড়িয়া মরে সফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দুলখড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে আর দীর্ঘদন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানা জাতি নাগ পোড়ে গর্জ্জিয়া দহনে।
শত পঞ্চদশ ফণা ধরে কোন জনে॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানা বর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ॥
অকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নিমাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুই জন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ॥
আদিপর্ব্ব ব্যাস উক্ত খাণ্ডব দাহনে।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত
অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত সহচরে॥
যত আছে দেবগণ, লয়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে।
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না করে ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি মতে॥
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টি মেঘিনী॥
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা ধরি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ, লোক অন্ত দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে॥
নিজ২ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনী কুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র সহ কৈল অগ্রসর॥
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিল দেবের রাজে,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্যকরে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন;
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে॥
এই মত ষটিং, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড় পক্ষী; সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে॥
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি২ ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষ বৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি॥
যক্ষ রক্ষ ভূতদানা, সহ নিজ নিজ সেনা;
নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সর্ব্ব আকাশ যুড়িয়া॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবাহ অনল।
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষল ধারায় ফেলে জল॥
প্রলয় কালের বৃষ্টি, যেন মজ্জ ইতে সৃষ্টি;
শিলজলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝঞ্ঝনা ঘন পড়ে,
তিনলোক লাগিল তরাস॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিলশোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতি ক্রোধী ইন্দ্র হয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
ব হুড়ি আইল ইন্দ্র স্থানে॥

তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থ পায় লাজ;
উপাড়িয়া আনিল মকর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিড়ি পড়ে,
আইল মন্দর গিরিবর॥
ইন্দ্র পুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ পুত্র দীক্ষা
অজয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্র হস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খানখান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্ররেণু॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত অর্দ্ধভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিল রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদ্গর শেল শূল॥
বজ্রবাণ জাঠ জাঠি, নানা অস্ত্র কোটিং;
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল॥
অবল সবল সঙ্গী, ক্ষুরপা বেণুক টাঙ্গী;
কুঠার পাট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী কুণ্ড খড়্গী পুচ্ছভেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তার॥
যেন বৃষ্টি ধারা বনে; ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেন ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হয়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয়॥
অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব নিকরে।
দেখি অর্জ্জুন নর কায, সবিস্ময় দেবরাজ,
সুরাসুর অগ্র নহে ডরে॥
দেখি দেব ভঙ্গ্যমান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্র সম দন্ত মুখে; চলিল বিস্তর মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর॥
আকাশে গরুড় পাখী; আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়॥
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরুদান,
সকল হইল অগ্নিময়।
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র, গরুড় হইল ত্রাস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় হইল ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত নাগগণ॥
বিস্তারি সহস্রফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত, বিষবর্ষে অবিরত,
যেন কর্কটের মেঘমালা॥
ফাল্গুনি জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানা বর্ণ নানা রূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গ গিয়া বেড়ে॥
শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ লইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ ভাগে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্ত মাংস ঝরয়ে প্রচুর॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণিগণ,
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি কোটি যক্ষ সাতে, ভয়ঙ্কর গদাহাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়, নানা বর্ণে অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবস পতি, যেন অমাবস্যা রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার॥
যে অস্ত্র যে অস্ত্রে পারে, যথোচিত পার্থমারে
দৃষ্টমাত্র করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর॥
পার্থ এড়ে বজ্রশর; বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাধর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হৈল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ
নিজ পরিবারের সংহতি।
এইমতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি॥
এইমতে ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্য আদি চারিযুগে, নহিলে না হবে আগে
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপম॥
যুদ্ধে হৈল পরিশ্রম, চূর্ণ হৈল পরাক্রম,
যক্ষগণ হইল বিমুখ।
বহু জ্ঞাতিগণ বধে, আইল পরম ক্রোধে,
নির্ব্বাণ করিতে হুতভুক॥
রাক্ষস দানব দানা, প্রেতভূত অগণনা,
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী।
মুখেতে উলকা জ্বলে, মহারোল কোলাহলে
পিশাচের সৈন্য ভয়ঙ্করী॥